ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা
BHUIGHAR DARUSSUNNAH ISLAMIA FAZIL MADRASAH
দাখিল ২০১৭ ইং পরীক্ষার্থীদের দু'আ অনুষ্ঠান
স্থানঃ মাদ্রাসা মিলনায়তন।

BHUIGHAR DARUSSUNNAH ISLAMIA FAZI

স্মৃতিস্মারক-২০১৭খ্রি.

দাখিল পরীক্ষার্থীবৃন্দ ২০১৭ ঈসায়ী

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা

ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।
০১৭১২২৬৩৬৬৭, ০১৭৯০৭০৮৬৫৬
ই-মেইল: bdsmadrasah@gmail.com
Web: www.bdsm.edu.bd

সম্পাদনা পরিষদ

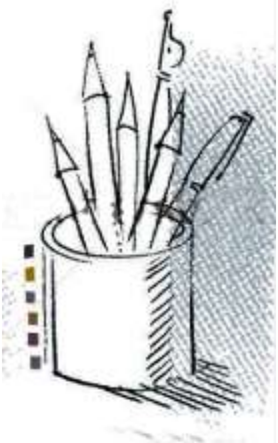

পৃষ্ঠপোষক

মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ

অধ্যক্ষ, **ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা**

উপদেষ্টামণ্ডলী

জনাব মাওলানা অজিউল হক
জনাব মুহা. আঃ রশীদ
জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম
জনাব নাজমা আক্তার
জনাব কাজী মশিউর রহমান
জনাব আব্দুল মন্নান খান
জনাব মোসা. রেনু আক্তার
জনাব মোসা. জাকিয়া আক্তার

সম্পাদক

জনাব মুহা. হারুনুর রশীদ

সহযোগিতায়

আবু তালহা
এনামুল হক সাকিব
ফাতেমা কাজী

স্মৃতিস্মারক

দাখিল পরীক্ষার্থী ২০১৭

প্রকাশক

দারুচ্ছুন্নাহ প্রকাশনী

প্রকাশকাল

জানুয়ারী, ২০১৭ খ্রি.

প্রচ্ছদ

রুহি প্রিন্টার্স

বর্ণ-বিন্যাস

মোঃ ইব্রাহিম

যে ভাবে সাজিয়েছি

সভাপতির বাণী	০৪
অধ্যক্ষের কথা	০৫
সম্পাদকের কলম থেকে	০৬
এক নজরে মাদরাসা পরিচিতি	০৭
জমি দাতা সদস্যদের নাম	০৮
২০১৭ ঈসায়ী দাখিল পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দু'আ কামনা	০৯
২০১৭খি. দাখিল পরীক্ষার্থীদের দু'আ অনুষ্ঠান উপলক্ষে অধ্যয়নরতছাত্রদের পক্ষ থেকে দু'ফোটা অশ্রু	১১
দাড়ি ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ	১৩
শান্তির ধর্ম	২২
তাফসীর : পরিচিতি ও প্রকার	২৩
সাহিত্যের শাখা প্রশাখা	৩৪
একটি হাদীস শিক্ষার জন্য	৩৫
اساليب تعليم اللغة العربية	৩৬
Veil in Islam and Society	৩৭
অপ্রিয় হলেও সত	৩৯
সপ্তাহের নামগুলো কেমন করে এল?	৪০
কুরআন তেলাওয়াতের ফজিলত	৪১
আদর্শ ছাত্রের গুণাবলী	৪২
প্রবল পরাক্রমশালী থেকে নিঃস্ব	৪৩
আমার হৃদয়ের কথা	৪৩
ভাল শিক্ষার্থী হওয়ার উপায়	৪৪
বিদায় বেলা	৪৫
রোহিঙ্গা মুসলিম কিছু কথা	৪৬
কবিতগুচ্ছ	৪৭
মাকে নিয়ে সেরা ১০টি উক্তি	৪৯
হা স তে মা না	৫০
২০১৫ সালের দাখিল পরীক্ষার্থীদের নাম	৫১
২০১৫ সালের দাখিল পরীক্ষার সময়সূচি	৫৬

সভাপতির বাণী

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসার ২০১৭ সালের দাখিল পরীক্ষার্থীদের উদ্যোগে "স্মৃতি স্মারক ২০১৭" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তাদের এ মহতী উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচিছ।

শিক্ষা জীবনে সফলতার সোনালী সিঁড়ি বেয়ে শিখরে আরোহনের প্রথম সোপান হলো এ দাখিল পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উম্মোচিত হয়, নির্ধারিত হয় ভবিষ্যত জীবনের গতিপথ। একদল সৎ, দক্ষ ও মেধাবী জনশক্তি বির্নিমাণের যে মহান ব্রত নিয়ে এ প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা তোমাদের দ্বারা অর্জিত হবে ইন্শা আল্লাহ। আমি গভার্ণিং বডির পক্ষ থেকে তোমাদের সুন্দর ও উজ্জ্বল আগামীর প্রত্যাশা করছি। মহান সৃস্টিকর্তার নিকট সর্বান্তকরণে কামনা করছি যে তোমরা যেন এ পরীক্ষায় কাংক্ষিত ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে উপনীত হতে পার।

আজ অপসংষ্কৃতির করাল গ্রাসে ইসলামি কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতা বিলীনের পথে, অন্যায়-অনাচার আর দুর্নীতির বিষবাস্পে সমগ্র বিশ্ব আচ্ছন্ন। অসত্য ও অত্যাচারের হিংস্র থাবায় আজ মানবতা বিপন্ন প্রায়, ভূলণ্ঠিত মানবিক মূল্যবোধ। অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে সর্বত্র।

দেশ ও জাতির এহেন সংকটময় মূহুর্তে আল্লাহ তা'য়ালার উপর অবিচল আস্থা নিয়ে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে তোমরা জাতির ত্রাণকর্তার ভূমিকায় আবির্ভূত হবে এটাই মনে প্রাণে প্রত্যাশা করছি। দো'য়া করি আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের চলার পথকে কোমল ও মসৃণ করুণ। (আমীন)

বিচারপতি এ. কে .এম. জহিরুল হক
মাননীয় বিচারপতি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
সভাপতি
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা

অধ্যক্ষের কথা

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসার ২০১৭সালের দাখিল পরীক্ষার্থীদের উদ্যোগে "স্মৃতি স্মারক ২০১৭" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মহান আল্লাহর দরবারে এ মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। "স্মৃতি স্মারক ২০১৭" এর মাধ্যমে এ মাদরাসার প্রকাশনা বিষয়ক আরো একটি নবধারা সংযোজিত হওয়ায় এ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

মানুষের জীবন প্রতিযোগিতার একটি মঞ্চ স্বরূপ। ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, কঠোর অধ্যবসায়, মহান আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহ ব্যতিত সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়। আজ তোমরা শিক্ষা জীবনের এমন এক অতীব গুরুত্ববহ পরীক্ষায় অবতীর্ণ যার ভালো রেজাল্টই পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার মূল পাথেয় বা চালিকা শক্তি। মহান প্রভূর দরবারে আজ এ প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন তোমাদের সফলতার সোনালী রেশমী চাদরে জড়িয়ে দেন। এ প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় এমন ফলাফলকে সাথী বানিয়ে তোমরা যেন আবার এ দারুচ্ছুন্নাহ ক্যাম্পাসে আলিম শ্রেণির শিক্ষার্থী হিসেবে প্রত্যাবর্তন করে এ পুষ্প কাননকে মুখরিত করতে পার।

আজ ওমর, আলী, খালেদ ও তারেক এর মতো বীর সৈনিক, ইমাম গায্যালীর মতো দার্শনিক, শেখ সাদীর মতো কবি, আবু হানিফার মতো শ্রেষ্ঠ ফকীহ, আবুল কাসেম ফেরদৌসীর মতো কথা সাহিত্যিকদের উত্তরসূরী বড় প্রয়োজন। যারা ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রপাগাণ্ডা ও ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে সমাজে সত্য ও ন্যায়ের মশাল জ্বালাবে, ইসলামের সুমহান আদর্শিক চেতনায় মুসলিম জাতিকে উজ্জীবিত করবে, সৃষ্টি করবে এক নতুন পৃথিবী।
আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য প্রতিযোগিতাময় কন্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথকে কোমল, মসৃণ করে ইহকালীন ও পারলৌকিক কল্যাণ দান করুণ। (আমীন)

মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ
অধ্যক্ষ
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা

সম্পাদকের কলম থেকে............

অশুভ শক্তির দানবী ত্রাসে আজ ভুলণ্ঠিত বিশ্ব মানবতা । নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, নিপীড়িত আর শোষিত বণী আদমের আর্তনাদ-আহাজারিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত। নব্য হালাকুখান, চেঙ্গিসখান, তাতার ও তার দোসরদের হিংস্র ও পাশবিক থাবায় সবুজ, শ্যামল মৃত্তিকা শোণিত ধারায় রঞ্জিত। অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসে ইসলামী সভ্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন। কাবার পথের যাত্রীদের টুঁটি চেপে ধরার সকল আয়োজন সম্পন্ন।

প্রগতিশীল এ অধুনা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে মিডিয়া। পাশ্চাত্য মিডিয়ার বিষাক্ত ছোবলে ধরা পৃষ্ঠে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর ইসলাম বিদ্বেষী অশুভ শক্তি মিডিয়াকে ইসলামের বিরুদ্ধে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এহেন সংকটময় মুহূর্তে এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আজ শক্তিশালী ইসলামি মিডিয়ার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে তীব্রভাবে। তাই মিডিয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের দৈন্যতা ঘুচাতে আজ ইসলামী ভাবধারা বিশিষ্ট এমন কলম সৈনিকদের অতীব প্রয়োজন যাদের নিপুন তুলির আচঁড়ে নবরঙ্গ লাভ করবে বিশ্ব মানচিত্র। আবার স্বগৌরবে জেগে উঠবে সেই সিংহ শাবকের দল।

সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার দৃঢ় প্রত্যয় ও দীপ্ত মনোবল নিয়ে, হেরার জ্যোতিতে নিজেকে উদ্ভাসিত করার মানসে, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের মুখে একরাশ হাসির শতদল ফুটানোর অভিপ্রায়ে, ইসলামের ঝান্ডাকে আবার সমহিমায় উড্ডীন করার দূর্বার তামান্নায় জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে একদল সত্য সন্ধানী মধু মক্ষিকা দারুচ্ছুন্নাহ পুষ্প কুঞ্জে দাখিল স্তরের জ্ঞান আহরণের শেষে সম্মুখবর্তী হতে বিদায়ের মঞ্চে উপবিষ্ট। রেখে যাচ্ছে সোনালী স্মৃতির অফুরন্ত ডালি। সেই ডালি হতে কিছু চির অম্লান, চির অক্ষয় স্মৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যেই "স্মৃতি স্মারক ২০১৭" প্রকাশের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস ।

মূলতঃ শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা, আসাতেজায়ে কেরামদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও আন্তরিক উৎসাহ আর শিক্ষার্থীদের দৃঢ় প্রত্যয় ও সীমাহীন আবেদন সহ সকলের সার্বিক সহযোগিতার যোগফল এ "স্মৃতি স্মারক"।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিজেদের সীমাবদ্ধতা, সময়ের স্বল্পতা, কাঁচা হাতের লিখনী, অনভিজ্ঞতা ও মুদ্রণ জনিত কারণে ভুল থাকা স্বাভাবিক তাই ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমাসুন্দর ও মার্জনার দৃষ্টিতে দেখার একান্ত অনুরোধ রইল। পরিশেষে "স্মৃতি স্মারক" সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জ্ঞাপন করে সকলের সফলতা কামনায় শেষ করছি।

মো. হারুনুর রশীদ
সম্পাদক
"স্মৃতি স্মারক ২০১৭"

এক নজরে মাদরাসা পরিচিতি

নাম ঃ ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা
ভূইঘর, নারায়ণঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ। ০১৭৯০৭০৮৬৫৬
E-mail: bdsmadrasah@gmail.com
Web: www.bdsm.edu.bd

অবস্থান ঃ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংকরোডে ভূইঘর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নৈসর্গিক মনোরম পরিবেশে মাদরাসাটির অবস্থান।

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ

ইবতেদায়ী	০১.০১.১৯৮৩
দাখিল	০১.০১.১৯৮৩(সাধারণ ও বিজ্ঞান বিভাগ)
আলিম	০১.০১.১৯৯৬(সাধারণ ও বিজ্ঞান বিভাগ)
হিফজুল কুরআন	০১.০১.২০১৫
ফাযিল	১৩.১১.২০১৬

শিক্ষাস্তর/ বিভাগ ঃ ইবতেদায়ী
দাখিল (সাধারণ ও বিজ্ঞান)
আলিম (সাধারণ ও বিজ্ঞান)
ফাযিল (পাস)
নূরানী বিভাগ ও হিফজুল কুরআন
মহিলা শাখা

শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা ঃ ৩৬ জন।

ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ঃ প্রায় সাতশত

মাদরাসার বিশেষত্ব ঃ সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুসরণ, দলীয় রাজনীতি মুক্ত পরিবেশ।
ইসলামী শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়।
ইনকোর্স, মডেল টেষ্ট, ক্লাস টেষ্ট, মৌখিক ও আমলি পরীক্ষা
মহিলা শাখা মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত।
ইসলামী সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চা ।
তাজবিদসহ কুরআন প্রশিক্ষণ

ভবন ঃ তিন তলা বিশিষ্ট ভবন ২টি, দ্বিতলা ভবন ১টি।
টিনসেট ভবন ৪টি।

বর্তমান অধ্যক্ষ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ
এম.এম. (ফার্ষ্ট ক্লাস) এম.এম (ফার্ষ্ট ক্লাস) এম.ফিল গবেষক

বর্তমান সভাপতি ঃ মাননীয় বিচারপতি এ.কে.এম জহিরুল হক
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

জমি দাতা সদস্যদের নাম

চিরদিন তারা রহিবে অমর মৃত্যুহীন দানবীর
এ জাতি জানাবে লক্ষ সালাম নোয়াইয়া লাখো শির
এ দেশ মাটির কোটি বালুকায় জানায় মাগফেরাত
সেবায় তাদের দূরীভূত হোক এ জাতির জুলুমাত ॥

অধ্যক্ষ ফজলুর রহমান

ক্রম	দাতাদের নাম	জমির পরিমান
০১	মরহুম মোঃ মুসলিম মিয়া	২১ শতাংশ
০২	মরহুম মোঃ আব্দুল গফুর প্রধান	৭০ শতাংশ
০৩	মরহুম মোঃ কাজী আব্দুস সামাদ	১৫ শতাংশ
০৪	মরহুম হাজী মোঃ কমর উদ্দিন আহম্মদ	১৫ শতাংশ
০৫	মোঃ শহীদ উল্যাহ	৬.৫ শতাংশ
০৬	মোঃ কাজী আব্দুস সাত্তার	২ শতাংশ

২০১৭ ঈসায়ী দাখিল পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে *দু'আ কামনা*

চৈত্রের কাঠফাটা রোদে একফোঁটা পানি পানের নিমিত্তে তৃষ্ণার্ত চাতক যেভাবে ছুটে আসে জলধারার নিকট, ঠিক তেমনি ইলমের মধু আহরণের জন্য ভ্রমর হয়ে ছুটে এসেছিলাম ঐতিহ্যবাহী দীনী বিদ্যা-নিকেতন প্রিয় এই দারুচ্ছুন্নাহ-কাননে। ভালোবেসেছিলাম শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয় থেকে শুরু করে এর প্রতিটি বালু-কণাকেও। মায়ের মমতা, বাবার দায়িত্বশীলতা, বোনের ভালোবাসা আর ভাইয়ের সহযোগিতা- আমরা এ সব কিছুই পেয়েছি দারুচ্ছুন্নাহ থেকে। তাই দারুচ্ছুন্নাহর সাথে সৃষ্টি হয়েছে অন্তরের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। গড়ে উঠেছে আত্মার এক নিবিড় বন্ধন। যা কখনোই ছিঁড়ে যাবে না। তারপরো অপ্রিয় এ সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আর তা হল সময়ের নিষ্ঠুর আহ্বানে বিদায়ের নীরব সাড়া। তাই আমাদের মন আজ ক্ষত-বিক্ষত। হৃদয় আজ বেদনা-ভারাক্রান্ত। সবার চোখেই জমা হয়েছে একরাশ 'বর্ষা'। হৃদয়ের গহীনে বারবার বেজে উঠছে সকরুণ সুর–

"তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না,
কোলাহল করি' সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙ্গিব না।"

হে দারুচ্ছুন্নাহ মাদরাসার কাণ্ডারী!

আপনার মতো একজন আদর্শ শিক্ষাগুরুর স্নেহ-সান্নিধ্যে থেকে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেয়েছি আমরা। এ আমাদের জীবনের এক পরম সৌভাগ্য। আপনার স্নেহমাখা ব্যবহার এবং সারগর্ভ আলোচনা, আমরা কোনদিন ভুলবো না। দু'আর গুরুত্ব, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, আদর্শ মানুষের পরিচয়– আমরা এগুলো শিখেছি আপনার কাছ থেকেই। আপনার প্রদত্ত জ্ঞান আমাদের মন ও মানসকে করেছে সরস ও উর্বর। আপনি আমাদের হৃদয়ে জ্বালিয়েছেন আলোর মশাল। তাই আমরা আপনার জন্য দ'আ ও প্রার্থনা করবো চিরকাল। আপনিও আমাদের জন্য শুভকামনা করবেন। দু'আ করবেন, আমরা যেন ইলম ও আমলের সমন্বয়ে নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা হিসেবে গঠন করতে পারি। আমরা যেন দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর দেখমতে 'নিবেদিতপ্রাণ' হতে পারি।

ওহে উস্তায মহোদয়গণ!

জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে নিজেদের সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সুখকর এক 'স্বপ্ন' নিয়ে আমরা এসেছিলাম আপনাদের পদপ্রান্তে। পর মমতা আর গভীর ভালোবাসায় আপনারা আমাদের আপন করে নিয়েছেন। ঠাঁই করে দিয়েছেন হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটায়। আমাদের জীবনকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে আপনারা স্বীকার করেছেন রাতজাগা পরিশ্রম। তুচ্ছ করেছেন নিজেদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। জলাঞ্জলি দিয়েছেন নিজেদের সব স্বপ্ন ও সাধ। বিনিময়ে আমরা কিছুই দিতে পারিনি। দিয়েছি একরাশ কষ্ট, আর একবুক বেদনা। তাই এ অন্তিম মুহূর্তে এসে করজোড়ে মিনতি করছি, আপন ঔদার্য দ্বারা আপনারা সেগুলো

ক্ষমা করে দেবেন। দুআ করবেন, আমরা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেখে যাওয়া সুন্নাতের ধারক ও বাহক হয়ে নিজেদেরকে আদর্শ সৈনিক হিসেবে তৈরি করতে পারি। আমরা যেন আপনাদের নির্দেশিত পাথে আপন জীবন পরিচালনা করতে পারি।

হে অগ্রজ ভাইয়েরা!

আমাদের সুখ-দুঃখের পরম আশ্রয়স্থল ছিলেন আপনারা। মনের কথা মন খুলে বলা যেত আপনাদের কাছেই। আপনারা আমাদের দুঃখে সান্ত্বনা দিতেন, আর সুখের সময় উৎসাহ যোগাতেন। যে কোন সমস্যায় বন্ধুর মতো পাশে এসে দাঁড়াতেন আপনারা। কিন্তু, ছোট ভাই হিসেবে আমরা পারিনি আপনাদেরকে যথাযথ ভক্তি ও কদর করতে। তাই বড় ভাই হিসেবে নিজগুণে ছোট ভাইদের ক্ষমা করে দেবেন। দুআ করবেন, আমরা যেন আপনাদের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

ওগো অনুজ ছোট্ট ভাইয়্যারা!

শিশির-ভেজা সবুজ ঘাসের মতোই সবুজ মোতাদের মন। প্রস্ফুটিত বাগানের গোলাপ-কলির মতোই পবিত্র তোমাদের জীবন। তাই তোমাদের সাথে সৃষ্টি হয়েছে হৃদয়ের এক অপূর্ব বন্ধন। এ বন্ধন দু দিনের নয়, চিরকালের। যদি বড় ভাইদের কোন আচরণে তোমাদের কোমল হৃদয়ে এতটুকু ব্যাথাও অনুভূত হয়, তবে অশ্রুভরা চোখ-পানে তাকিয়ে তোমরা আমাদের ক্ষমা করো। দুআ করো যেন ইজ্জত ও তাকওয়ার জিন্দেগী আমরা গঠন করতে পারি। উজ্জ্বল প্রদীপ্ত সোনালী ভবিষ্যত যেন আমাদের দ্বারে কড়া নাড়ে। সফলতা যেন পদচুম্বন করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

হে প্রিয় দারুচ্ছুন্নাহ!

আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় রেখে, আউলিয়া কেরামের অনুসৃত পথে, কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহভীরু, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাই হল তোমার মহান লক্ষ্য। অভীষ্ট এ লক্ষ্যে পৌঁছতে যে কোন ধরণের সহযোগিতার প্রয়োজন হলে, আমাদেরকে তুমি কাছে ডেকো। আমরা প্রাণের বিনিময়ে হলেও তোমার সে আহ্বানে সাড়া দেব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে অধম বান্দাদের বিনম্র ফরিয়াদ– হে আল্লাহ! হে করুণাময় আল্লাহ! দারুচ্ছুন্নাহ পরিবারের সকলকে আপনি কবুল করুন। আর যিনি এ পরিবারের অভিভাবক; তাঁকে আপনি নেক হায়াত দান করুন, ঈমানের সাথে আসানীর মৃত্যু দান করুন এবং পরম সুখের চিরস্থায়ী জান্নাতে জায়গা দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বুল আলামীন!

দাখিল পরীক্ষার্থীবৃন্দ
২০১৭ ঈসায়ী

২০১৭খি. দাখিল পরীক্ষার্থীদের দু'আ অনুষ্ঠান উপলক্ষে অধ্যয়নরতছাত্রদের পক্ষ থেকে

দু'ফোটা অশ্রু

আগমন করিলে বিদায় নিতে হয়, দুনিয়াতে কেউ চিরন্তন নয়
আগমন যাহার বিদায় তাহার, চলছে ধরাময়

সকলে নিয়মের ফ্রেমে বাঁধা। জীবন চলার পথে এক চিরন্তন সত্য বিদায়। নিয়মের ধারাবাহিকতায় আজ বিদায় নামক বেদনার কালবৈশাখী ঝড় উপস্থিত। তাই বলতে হয়, বিদায়-সেতো জীবন-প্রকৃতির এক নির্মম খেলা। বিদায় দিতে হয়, নিতে হয়- জীবনের আহবানে। ভাবতেই বুক ফেটে যায়, নেত্র কোণে নোনা জলেরা এসে ভিড় জমায়। তাই বিদায় দেব না বন্ধু তোমাদের, দেব অগ্রজও অনুজদের পক্ষ থেকে বেদনা বিধুর স্বশ্রদ্ধ অভিবাদন। কবি মন বলে-

কত অপরাধ করেছি মোরা ব্যথা দিয়েছি মনে
বিদায়ের বেলা ভুলে যেও সব রেখোনা হৃদয়-কোণে
তোমরা চলেছ আমাদের ছেড়ে হৃদয় বিহগ গেয়ে
অশ্রু ঝরেছে তাইতো আজি দুচোখের কোণ বেয়ে।

হে বিদায়ী বন্ধুরা!

মৌমাছিরা যেমন ফুলবাগানে এসে তার গুঞ্জরণে বাগানকে করে তুলে মুখরিত। সন্ধ্যাকালে ফুল সংগ্রহ করে আবার চলে যায় আপন নীড়ে। তেমনি তোমরা হেরার জ্যোতি আহরণে মধুমক্ষিকা হয়ে এসেছিলে এ পুষ্প কাননে। তোমাদের পদচারণায় মুখরিত ছিল এ বিদ্যা নিকেতনটি। আমাদের ভ্রাতৃত্বের স্বর্ণালী মায়ার বন্ধনের জালে আবদ্ধ করে রেখেছিলে। যা কোন দিন হারিয়ে যাবার নয়। স্মৃতির ডায়েরীতে সোনালী হরফে লেখা রয়েছে তোমাদের সৌহার্দপূর্ণ, হৃদ্যতাপূর্ণ সর্ম্পকের কথা। কবির ভাষায়-

কিভাবে তোমাদের জানাবো ভালবাসা, হারিয়েছি আজ মনের ভাষা,
আজ মোরা প্রাণহীন, হীন শক্তি বৃহৎ আশা।

হে বিদায়ী কাফেলা!

জীবন চলার বাহনে আমরা তোমাদের সহযাত্রী ছিলাম। তোমরা আজ যাত্রা বিরতি দিচ্ছ। আজ হৃদয়ের ক্যানভাসে শত শত স্মৃতি রাশি সুখ-দুঃখের চিত্র নিয়ে হাজির হচ্ছে, নাড়া দিচ্ছে বিগত দিনের স্মৃতি জড়ানো মুহূর্তগুলোকে। তোমাদের আমরা বেঁধেছিলাম এক অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে, আজ সে গ্রন্থির সাময়িক বিচ্ছেদ ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছে আমাদের কোমল হৃদয়কে। তবে এ কথা সত্য, এ বিদায়ের অন্তরালে শুধু বেদনাই নয়- আছে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

জীবন পথে ভেবেছি সাথী , ভাবিনি অন্য কিছু,
যদি ব্যথা দিয়ে থাকি , তবে ফিরে তাকিও না পিছু।

হে প্রেরণার মশালধারীরা

আজ অহী বিবর্জিত, নীতিহীন বস্তুতান্তিক শিক্ষার বিষবাষ্পে বিষায়িত এ পৃথিবী। এমনি মুহূর্তে ইসলামি শিক্ষার ঝাণ্ডা সর্বত্র উড্ডীন করতে তোমাদের অগ্রযাত্রা শুরু। তোমাদের পারেনি দুনিয়ার কোন চাকচিক্য আকৃষ্ট করতে। বাহ্য জগতের সবকিছুকে পিছে ফেলে

তোমরা এসেছিলে এ গুল বাগে ওহীর জ্ঞানসুধা পান করতে। তাইতো ক্ষুধা-অন্ন, নিদ্রা-অনিদ্রা কোন কিছুই বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছঁতে। কবির ভাষায়

হে জীবন সমূদ্রের দুঃসাহসী নাবিক দল, আজকে তোমার পাল উঠাতেই হবে,
ছেড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি, ভাঙ্গা মাস্তুল দেখে দিক দিক করতালি
তবুও জাহাজ আজ ছুটাতেই হবে।

হে অপরাজেয় বীর সেনানীরা!

সারাবিশ্ব আজ দ্বীন ও শরীয়তের সঠিক জ্ঞান-শূন্যতার মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত জীবন যাপন করছে। এ তৃষ্ণা নিবারণের মাধ্যম হচ্ছে ওহীর বারিধারা। সে বারিধারার ধারক-বাহক হয়ে তোমরা ছেড়ে যাচ্ছ এ শিক্ষা নিকেতন। জাতি আজ তোমাদের দিকে তাকিয়ে। তোমরা ওহীর বারিধারার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যতসব কুসংস্কার, গোমরাহী, শিরক-বিদয়াত, অপসংস্কৃতি আর বে-দ্বীনিয়াতের ভিত্তি। ফিরিয়ে আনবে সেই স্বর্ণালী শাসনের যুগ। আজ তোমাদের জাগতেই হবে, এ জাতির নব জাগরণ আনতেই হবে। কবির ভাষায়-

ওরে ও তরুণ নিশান, বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান, উড়ুক প্রাচীন প্রাচীর ভেদী।

হে দাখিল পরীক্ষার্থী বন্ধুরা!

আজ তোমরা একাডেমিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের সম্মুখীন। এ যুদ্ধে তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এর মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে আনবে। জয় করবে আসাতেজায়ে কেরামের মন, উজ্জ্বল করবে তোমাদের প্রিয় কাননের ভাবমূর্তি। সর্বোপরি তোমরা পৌঁছে যাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে, আরোহণ করবে সাফল্যের চূড়ান্ত সোপানে; এ প্রত্যাশাই আমাদের। কবির ভাষায়

সুবহে সাদিক আনছে ডেকে, নতুন দিনের পূর্বাভাস,
তোদের আছে ক্ষিপ্ত মসি, আধাঁর যত কর বিনাশ।

পরিশেষে ঃ

জীবনের তাগিদে, সময়ে প্রয়োজনে, বাস্তবতার কাছে হার মেনে, স্বপ্নের এ কাননের পুষ্পদের ছেড়ে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর যে প্রান্তেই তোমাদের পদচারণায় মুখরিত হোক না কেন শ্রদ্ধার সাথে আবেদন জানাই ভুলে যাবে না এ দারুচ্ছুন্নাহকে, ভুলবেনা এ কাননের কাণ্ডারীকে, পিতৃসম-বন্ধুতুল্য আসাতেজায়ে কেরামদের, মুছে ফেলবে না এ কাননের পুষ্পদের ভালবাসা হৃদয় মুকুর থেকে। চিরদিন অটুট রাখবে তোমার ও এ কাননের মাঝে সৃষ্ট ঈমানী ভালবাসার বন্ধনকে। আমৃত্যু অনড় থাকবে এ কাননের আদর্শ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উপর। এ প্রত্যাশা রেখে আবারও তোমাদের জানাই সশ্রদ্ধ সালাম।

অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ
ভূইঘর দারুস্‌সুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা
২০১৭ ঈসায়ী

দাড়ি ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ

ইসলামি শরীয়াত ও সৌন্দর্যের এক মহান নিদর্শন দাড়ি। দুনিয়ার তামাম নবী-রাসুলগণ, তাঁদের অনুসারী, হক্কানী ওলামা-মাশায়েখ, আউলিয়া, বুজুর্গ পুরুষগণ আবশ্যকীয় আমল হিসাবে মুখে দাড়ি ধারণ করেছেন। নবীজীর মহান আমল হিসাবে শ্রদ্ধার সাথে দাড়ি রাখার আমল করেছেন। এক সময় পুরুষদের মুখে দাড়ি থাকাকে পুরুষের মহান ব্যক্তিত্ব বলে বিবেচিত হত। অথচ আজ অনেক মুসলমান এ দাড়ি রাখাকে তথাকথিত মৌলবাদের নিদর্শন মনে করে। বার্ধক্যের নিদর্শন মনে করে। হীনমন্যতায় ভোগে। ইসলামের এ মহান আমল এর মাধ্যমে নিজেকে মুসলমান হিসাবে পরিচিত করা যায় খুব সহজে। এ আমলের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয়া বান্দা হওয়া যায়, নবীজীর প্রিয় উম্মত হওয়া যায়। প্রিয় বান্দা ও উম্মত হওয়ার জন্য দাড়ির বিষয়ে আজকের আলোচনা।

পরিচয়

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি র. বলেন-

واللحى بكسر اللام جمع لحية وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن

অর্থাৎ- দাড়ি হলো -উভয় গাল এবং থুতনিতে যে কেশরাজি গজায় ।[১]

শরিয়তের পরিভাষায় দাড়ি হলো -

الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الْخَدَّيْنِ مِنْ عَذَارٍ ، وَعَارِضٍ ، وَالذَّقْنِ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : اللِّحْيَةُ الشَّعْرُ النَّابِتُ بِمُجْتَمَعِ الْخَدَّيْنِ وَالْعَارِضُ مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِذَارِ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُحَاذِي لِلْأُذُنِ ، يَتَّصِلُ مِنْ الْأَعْلَى بِالصُّدْغِ وَمِنْ الْأَسْفَلِ بِالْعَارِضِ .

দুই গাল , চিবুক এবং থুতনিতে গজানো কেশরাজিকে দাড়ি বলে ।[২] শরহুল ইরশাদ গ্রন্থে রয়েছে – দুই গাল ও এতোদুভয়ের মাঝ, কানের পাশ অর্থাৎ কান ও চোখের মধ্যবর্তি স্থান এবং গালের নিচে গজানো কেশ রাজিকে দাড়ি বলা হয়।

হাদীস শরীফে দাড়ির আলোচনাঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أمرني ربي عز وجل أن أعفى لحيتي وأن أحفي شاربي

আমার রব আমাকে দাড়ি লম্বা করতে এবং মোচ খাটো করতে নির্দেশ দিয়েছেন ।

---

[১] . ফাতহুল বারী ফি শারহিল বুখারি- খণ্ড - ৪ , পৃ: - ৮৮

[২] . রদ্দুল মুহতার - খণ্ড - ১ , পৃ: - ২৫৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন –

أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحى তোমরা গোঁফ ছাঁটো এবং দাড়ি লম্বা কর। [৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন -

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ তোমরা গোঁফ ছাঁটো এবং দাড়ি বড় কর এবং অগ্নিপূজকদের খেলাফ কাজ কর । [৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা :) বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন -

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى তোমরা মুশরিকদের বিপরীত আমল কর । গোঁফ ছাঁটো এবং দাড়ি লম্বা কর ।[৫]

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন -

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ وفى رواية أَرْجُوا তোমরা গোঁফ ছাঁটো, ছেড়ে দাও কর এবং অগ্নিপূজকদের বিপরীত কাজ কর । [৬]

হযরত বারা ইবনে আজেব রা: বলেন –

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريض ما بين المنكبين كث اللحية تعلوه حمرة جمته إلى شحمتي أذنيه لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه .

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন - মাঝারি গড়ন, প্রশস্ত কাঁধ, লাল আভা বিশিষ্ট ঘন দাড়ি, কানের লতি ছোঁয়া চুল বিশিষ্ট। আমি লাল চাদর পরিহিত কাউকেই নবিজি অপেক্ষা সুন্দর দেখি নি । [৭]

হাদিস শাস্ত্রের প্রায় সকল কিতাবই বিশ্ব নবির দাড়ি সম্পর্কে আলোকপাত করেছে যথাযথ গুরুত্বের সাথে । যেমন - عن محمد بن علي ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية হযরত মুহাম্মদ ইবনু আলি (রা:) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘন দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন । [৮]

---

৩ . মুসলিম -৬২৩ , তিরমিজি - ২৭৬৩, কান্‌জুল উম্মাল- ১৭২১৮, জামিউল আহাদিস - ৮২৬, সুনানু নাসাঈ কুবরা - ৯২৯৪

৪ . মুসলিম - ৬২৩ , তিরমিজি - ২৭৬৩ , কান্‌জুল উম্মাল - ১৭২১৮

৫ . মুসলিম- ৬২৫, কান্‌জুল উম্মাল- ১৭২২৪, জামিউল আহাদিস- ১১৮৩৮

৬. মুসলিম-৬২৬, বায়হাকি সুনানু কুবরা-৬৭৩, কান্‌জুল উম্মাল-১৭২২৩, জামিউল আহাদিস-১১৩৭৫, বায়হাকি শুয়াবুল ঈমান–৬৪৩২

৭ . সুনানু নাসাঈ – ৫২৪৭

৮ . দালায়েলুন নবুয়াত – ১৪৫

হযরত নাফি ইবনে জুবাইর (রা:) বর্ণনা করেন-
وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : كان ضخم الهامة عظيم اللحية হযরত আলি রা: আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শারীরিক অবয়বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন - নবিজি অপেক্ষাকৃত বড় মাথা ও ঘন দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন ।[৯]

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রা: হযরত আবু হুরায়রা (রা:) কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শারীরিক অবয়বের বর্ণনা দিতে শুনলেন যে তিনি বলছেন- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود اللحية ،
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘন কালো দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন।

হাদিস গ্রন্থ সমূহে দাড়ির হুকুম সম্পর্কে (اعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا) মোট পাঁচটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার সবগুলোর মর্মার্থ হলো - দাড়িকে (না কেটে) তার স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে দেয়া।[১০]

পবিত্র কুরআনে দাড়ি

পবিত্র কুরআনুল কারিমের সূরা ত্ব-হা'য় রয়েছে – قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي (হারুন আ:) বললেন হে আমার জননি তনয়! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরো না ।[১১]

এ আয়াতের তাফসিরে أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - গ্রন্থকার বলেন –
هذه الآية الكريمة تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها

এই আয়াতে কারিমা দাড়ি লম্বা করার আবশ্যকতার প্রতি নির্দেশ করে । আর এটা দাড়ি লম্বা করা এবং তা না মুন্ডানোর কুরআনিক দলিল ।[১২]

□ **ফকিহ্দের অভিমত :**

ফিক্হে ইসলামির সুপ্রসিদ্ধ ইমামগণও দাড়ি সম্পর্কে তাঁদের অবস্থান সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন। যেমন -

ذهب جمهور الفقهاء: الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة, وهو قول عند الشّافعيّة, إلى أنّه يحرم حلق اللّحية لأنّه مناقض للأمر النّبويّ بإعفائها وتوفيرها, و قول ابن عابدين في الأخذ منها وهي دون القبضة: (لم يبحه أحد), فالحلق أشد من ذلك.

হানাফি, মালেকি, হাম্বলি এবং শাফেয়ি মাযহাবের অধিকাংশ ফকিহ্ ই -এ মত পোষণ করেছেন যে, দাড়ি কামানো হারাম। যেহেতু তা (দাড়ি কামানো) - দাড়িকে লম্বা এবং

[৯] . দালায়েলুন নবুওয়াত – ১৪৫

[১০] . কান্‌জুল উম্মাল, খণ্ড- ৬, পৃ: - ৬৫০, তুহফাতুল আহওয়াজি, খণ্ড - ৮, পৃ: - ৩৮

[১১] . সূরা ত্ব-হা , আয়াত নং – ৯৪

[১২] . আদ্বওয়াউল বায়ান ফি ইদ্বাহিল কুরআন বিল কুরআন, খণ্ড - ২১, পৃ- ১৮১

পূর্ণ করার নববি আদেশ এর বিপরীত। আর এক মুষ্টির কম রেখে দাড়ি কাটা প্রসঙ্গে ইবনে আবেদীন রহ. এর বক্তব্য- এটাকে কেউ বৈধ বলেনি– প্রণিধানযোগ্য। সুতরাং দাড়ি কামানো উহা (কাটা) অপেক্ষা মারাত্মক। [১৩]

আল্লামা থানভি র. বলেন– ইবনু আবেদিন র. এর { لم يبحه أحد} কথাটি - দাড়ি লম্বা করা ফরয হওয়ার ব্যাপারে উম্মাতে মুহাম্মাদির ইজমা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। [১৪]

বিভিন্ন মাজহাবে দাড়ি :

বিশ্বব্যাপী চারটি বিশুদ্ধ মাজহাবেই দাড়ির বিষয়ে পরিস্কার ও প্রশান্তিদায়ক সমাধান পাওয়া যায়।

□ **হানাফি :**

হানাফি মাযহাবের মুখপাত্র আল্লামা ইবনু আবেদিন শামি র. বলেন – يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ قَطْعُ لِحْيَتِهِ পুরুষের জন্য (এক মুষ্টির কম রেখে) দাড়ি কাটা হারাম । [১৫]

তিনি আরো বলেন -

وأما الاخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الاعاجم.

এক মুষ্টির কম রেখে দাড়ি কাটা, যেমনটি করে থাকে কিছু পশ্চিমা ও হিজরারা - কেউই তা জায়েজ বলেন নি । আর পূরো দাড়ি সেভ করাটা তো হিন্দুস্থানের ইয়াহুদি এবং অনারব অগ্নিপূজকদের কাজ। [১৬]

এক মুষ্টির কম রেখে দাড়ি কাটা সম্পর্কে আরো বেশি সহজ ভাষায় আনোয়ার শাহ্ কাশমিরি র. বলেন –

اما قطع ما دون القبضة فحرام اجماعا بين الائمة رحمهم الله এক মুষ্টির কম রেখে দাড়ি কাটার হুকুম ইমামগণের ইজমার ভিত্তিতে হারাম । [১৭]

□ **শাফেয়ি :**

আল্লামা আবু শামা র. বলেন– قَدْ حَدَثَ قَوْمٌ يَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ ، وَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا نُقِل عَنِ الْمَجُوسِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُصُّونَهَ

নব্য একদল মানুষ যারা দাড়ি সেভ করে , অথচ তা অগ্নি পূজকদের দাড়ি ছাটা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায় । [১৮]

---

[১৩] . আল মাওসুআতুল ফিকহিয়া কুয়াইতিয়া, খণ্ড - ৩৭'শ, পৃ: - ২২৬

[১৪] . বাওয়াদিরুন নাওয়াদির, পৃ: - ৪৪

[৫৯] . আল্লামা ইবনু আবেদিন শামি, রদ্দুল মুহতার , খণ্ড - ২৭, পৃ: - ৩৩ , আদ দুররুল মুখতার খণ্ড - ৬ , পৃ: ৪০৭,

[৬০] আল্লামা ইবনু আবেদিন শামি, রদ্দুল মুহতার , খণ্ড - ৭, পৃ: - ৪৭৩

[১৭]. ফয়জুল বারি ফি শরহিল বুখারি , খণ্ড - ৪ , পৃ:- ৩৮০

[১৮] . আল মাওসুআতুল ফিকহিয়া কুয়াইতিয়া, কুয়েত – খণ্ড ৩৭'শ, পৃ: ২২৬

□ **মালেকি :**

মালেকি মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ আইন শাস্ত্র হাশিয়াতুত দুসুকিতে রয়েছে– يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل حَلْقُ لِحْيَتِهِ، وَيُؤَدَّبُ فَاعِل ذَلِكَ পুরুষের জন্য দাড়ি সেভ করা হারাম। এ কর্মের জন্য শাস্তি দেয়া যাবে।[১৯] অনুরূপ মন্তব্য করেছন 'منح الجليل شرح مختصر خليل' গ্রন্থকার

وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ وَيُؤَدَّبُ فَاعِلُهُ وَيَجِبُ حَلْقُهُمَا عَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

পুরুষের জন্য দাড়ি সেভ করা হারাম। এ কর্মের জন্য শাস্তি পাবে। তবে নির্ভরযোগ্য মতে, মহিলাদের জন্য এতদুভয় কামিয়ে ফেলা ওয়াজিব ।[২০]

□ **হাম্বলি:**

হাম্বলি মাযহাবের তাকি উদ্দিন আবুল আব্বাস র. বলেন - ويحرم حلق اللحية পুরুষের জন্য দাড়ি সেভ করা হারাম।[২১]

নবী জীবনের কয়েকটি ঘটনায় দাড়ি

এ ব্যাপারে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি র: তাঁর ' اللمع في اسباب ورود الحديث ' নামক কিতাবে[২২] 'গোঁফ ছাঁটো এবং দাড়ি লম্বা কর' - নবিজির এ হাদিস অবতরনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে যেয়ে ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে রেওয়ায়াতকৃত নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন-

قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من العجم قد حلقوا لحاهم وتركوا شواربهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خالفوا عليهم فاحفوا الشوارب واعفوا اللحى".

দাড়ি মুন্ডানো এবং গোঁফ ওয়ালা এক দল অনারবী ব্যক্তি যখন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র কাছে আসলো তখনই (তা অপছন্দ করে) বললেন 'এদের খেলাফ কর, গোঁফ ছাঁটো এবং দাড়ি বাড়াও '।[২৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বর্ণিত অপর একটি হাদিসে রয়েছে-

دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: مجوسي قد حلق لحيته وأعفى شاربه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويحك من أمرك بهذا" ؟ قال: أمرني به كسرى قال: " لكن أمرني ربي عز وجل أن أعفى لحيتي وأن أحفي شاربي"

দাড়ি মুন্ডিত গোঁফ ওয়ালা এক অগ্নিপূজক যখন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র কাছে আসলো তখনই তিনি (তা অপছন্দ করে) বললেন- 'তোমার জন্য আফসুস! কে তোমাকে এ আদেশ দিয়েছে? সে বলল; কেসরা। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু

---

[১৯]. মানগুল জলিল শরহে মুখতাসারে খলিল , খণ্ড - ১, পৃ: - ১৪৮

[২০]. আল ইনসাফ , খণ্ড - ১, পৃ: - ১৮৭

[২২]. اللمع في اسباب ورود الحديث - **খণ্ড - ১, পৃ: - ৭৯**

[২৩]. কান্‌জুল উম্মাল, হা: নং - ১৭৩৮৬, জামিউল আহাদিস, হা: নং - ৩৮৯৭৪

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন –‘কিন্তু আমার রব তো আমাকে দাড়ি বাড়াতে এবং গোঁফ কমাতে আদেশ করেছেন।’ [২৪]

ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আতাবা রা: বলেন -

جاء رجل من المجوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : وحلق لحيته وأطال شاربه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (ما هذا ؟) قال : هذا في ديننا ، قال : (في ديننا أن نجز الشارب وأن نعفي اللحية).

দাড়ি মুন্ডানো এবং গোঁফ ওয়ালা এক অগ্নিপূজক যখন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’র কাছে আসলো তখনই তিনি (তা অপছন্দ করে) বললেন- ‘এটা কি করেছ ? সে বলল এটাই আমাদের ধর্ম (রীতি)। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– ‘বরং আমাদের ধর্ম (রীতি) হচ্ছে গোঁফ ছাটা আর দাড়ি বাড়ানো।’ [২৫] সুতরাং বুঝা গেল, দাড়ি কামানো আগুনপুজারীদের রীতি। পক্ষান্তরে ইসলামের রীতি হলো দাড়ি বড় করা।

নিম দাড়ির পরিচয় ও হুকুম

হযরত আনাস ইবনু মালেক রা: বলেন –

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْضِبْ قَطُّ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي مُقَدَّمِ لِحْيَتِهِ فِي الْعَنْفَقَةِ قَلِيلًا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো খেজাব লাগান নি এবং তাঁর ঠোট এবং থুতনির মাঝে অল্প কিছু শুভ্র কেশ ছিল । [২৬]

সাহাবি আব্দুল্লাহ্ ইবনু বিস্‌র রা: নবিজির অবয়বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন

كان في عنفقته شعرات بيض

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঠোট এবং থুতনির মাঝে কিছু শুভ্র কেশ ছিল । [২৭]

উক্ত হাদিস থেকে বুঝা গেলো যে, নবিজির ঠোট এবং থুতনির মাঝে কিছু শুভ্র কেশ ছিল অর্থাৎ তিনি নিম দাড়িও কাটতেন না। অতএব মূল দাড়ির মত নিম দাড়ি কর্তন করাও হারাম। যেমনটি বলেছেন ‘আল মানহাল’ গ্রন্থাকার - وَأَمَّا شَعْرُ الْعَنْفَقَةِ فَيَحْرُمُ إِزَالَتُهُ كَحُرْمَةِ إِزَالَةِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ মূল দাড়ির মত নিম দাড়ি কর্তন করাও হারাম। [২৮]

সাহাবীগণের দাড়ির আমল

আল্লাহ ও নবীজীর সন্তুষ্টি পেয়ে ধন্য হয়েছেন সাহাবীগণ। তাঁদের কয়েকজনের দাড়ির আমল-

---

[২৪] . **اللمع في اسباب ورود الحديث** , খণ্ড - ১ম , পৃ: - ৭৯

[২৫] . মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা , খণ্ড - ৬ , পৃ: - ১১০

[২৬] . মুসনাদু আহমদ - ১৩৮০৮

[২৭] . সহিহ্ বুখারি-৩৩৫৩, মুসনাদু আহমাদ-১৭৬৭২, ১৭৬৯৯, শরগুস সুন্নাহ লিল বাগাভি, খণ্ড-৬, পৃ:-৪০৮, মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা-২৫০৬৩

[২৮] . ‘আল মানহাল , খণ্ড - ১ , পৃ:- ১৮৭

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা,

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাঃ এর দাড়ি সম্পর্কে আল্লামা আবুল কাশেম র. বলেন –

أنه كان كث اللحية جهير الصوت তিনি ছিলেন ঘন দাড়ি ও দারাজ কণ্ঠ বিশিষ্ট । [২৯]

হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রা.

আল্লামা মুনজারি র. বর্ণনা করেন –

عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمنه أربعة دراهم أو خمسة وريطة كوفية ممشقة ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه

আব্দুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ বলেন- আমি জুমুআর দিন ওসমান রা. কে মোটা আদানী লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় মিম্বরে উপবিষ্ট দেখেছি (যে লুঙ্গি তিনি পরেছিলেন) তার মূল্য চার বা পাঁচ দিরহাম হবে। --- তিনি ছিলেন লম্বা দাড়ি ও সুন্দর চেহারার অধিকারি । [৩০]

হযরত আলি ইবনে আবি তালিব রা.

সাহাবি আবু রাজা আতারাদি রাঃ বলেন –

رأيت علياً ربعة ، ضخم البطن ، كبير اللحية قد ملأت صدره

আমি আলি রাঃ কে দেখেছি মাঝারি আকৃতি,স্থূলকায় পেট ও এত বড় দাড়ি সমৃদ্ধ ,যা তার বক্ষদেশ ঢেকে দিয়েছে। [৩১]

হযরত ইক্‌রামা রা.

قال عبد الحميد بن بهرام: رأيت عكرمة أبيض اللحية، عليه عمامة بيضاء আব্দুল হামিদ বলেন – আমি ইকরামা র. কে দেখেছি এমন অবস্থায় যে তাঁর ছিল সাদা দাড়ি, মাথায় সাদা পাগড়ি। [৩২]

দাড়ি রাখার হদ বা পরিমাপ

দাড়ি রাখার সর্বনিম্ন হদ হচ্ছে এক মুষ্টি। কুরআন ও হাদীসের অকট্য প্রমাণসহ সকল আলেম একমত যে এক মুষ্টির কম করে দাড়ি কাটা হারাম।

নবীজীর এক মুষ্টি দাড়ি

عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْنَا خَبَّابًا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمِنْ أَيْنَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ بِتَحَرُّكِ لِحْيَتِهِ

---

[২৯] . তারিখু দিমাশ্‌ক , খণ্ড - ৪৪ , পৃঃ- ১৯, আল ওয়াফি বিল ওয়াফিয়াত, খণ্ড -৮ , পৃঃ- ১৪১

[৩০] . আত্ তারগিব ওয়াত্ তারহিব–২০৬৪, তারিখুল রুসূল ওয়াল মুলূক–খণ্ড-৩, পৃঃ-৮, আল বাদউওয়াত্ তারিখ–খণ্ড-১, পৃঃ- ২৮৪

[৩১] . তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খণ্ড-২, পৃঃ-৬৯১, তারিখুল ইসলাম, খণ্ড -৩ , পৃঃ- ৬০৩, আসাদুল গাবা, খণ্ড - ২, পৃঃ- ৩০৫

[৩২] . প্রাগুক্ত

আবু মা'মার র. বলেন আমরা হযরত খাব্বাব রা: কে জিঙাসা করলাম- নবিজি কি জোহরের নামাজে ক্বেরাত পড়তেন? তিনি ইতিবাচক জবাব দিলে আমি ফের জিজ্ঞেস করলাম নবিজির ক্বেরাত পাঠ আপনারা কিভাবে বুঝতেন? তিনি বললেন নবিজির দাড়ির নড়াচড়ার কারণে। [৩৩]

নবিজির দাড়ির (تَحَرُّكٌ বা) নড়াচড়া প্রমাণ করে যে তাঁর দাড়ি একমুষ্টির বেশি ছিল। তাছাড়া মা আয়শা রা: বর্ণনা করেন

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ওজু করতেন তখন পানি দ্বারা দাড়ি খিলাল করতেন।[৩৪] এ হাদিস থেকে বুঝা যায় বিশ্ব নবির দাড়ি লম্বা ছিল তাই তা খিলাল করার প্রয়োজন হতো।

□ হারুন আ: এর এক মুষ্টি দাড়ি :

পবিত্র কুরআনুল কারিম সূরা ত্ব-হা'য় নবি মুসা আ: কে লক্ষ্য করে হারুন আ: এর বক্তব্য বিবৃত করেছে নিম্নোক্ত ভাষায় - قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي (হারুন আ:) বললেন হে আমার জননি তনয়! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে আকর্ষন করো না । [৩৫]

মুসা আ: কতৃক নবি হারুন আ: এর দাড়ি ধরার ঘটনা তাঁর লম্বা দাড়ি থাকার প্রমাণ বহন করছে। তাছাড়া মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবি হারুন আ: এর অবয়বের বিবরণ দিয়েছেন طويل اللحية تكاد لحيته تضرب في سرته নবি হারুন আ: এর দাড়ি এতো বেশি লম্বা ছিল যে, মনে হচ্ছিল তা তাঁর নাভি স্পর্শ করবে। [৩৬]

দাড়ির যত্ন নেয়া সুন্নাত :

عن عطاء بن يسار قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته ففعل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم وهو ثائر الرأس كأنه شيطان"

হযরত আতা রা: বলেন একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে বসে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল দাড়ি ওয়ালা এক সাহাবি হাজির হলেন। নবিজি হাতের

---

[৩৩] . সহিহ্ বুখারি- ৭১৩ , মুসনাদু আহমাদ - ২১০৫৬ ও ২১০৬০ , ইবনু মাজাহ্- ৮২৬ , আবু দাউদ - ৮০১

[৩৪] . মুসনাদু আহমাদ - ২৫৯৭০ , ইবনু মাজাহ্ - ৪৩১ , তিরমিজি - ৩১

[৩৫] . সূরা ত্ব-হা, আয়াত নং - ৯৪

[৩৬] . ইমাম কুরতুবি, আল জামে লি আহকামিল কুরআন, খণ্ড - ১০ , পৃ:- ২০৭

ইশারায় তাকে চুল দাড়ি ঠিক করার আদেশ করলেন। অতপর সেই সাহাবি যখন (চুল দাড়ি ঠিকঠাক করে) ফিরে আসলেন, নবিজি বললেন– এলোমেলো চুলে শয়তানের মতো থাকার চেয়ে এটা কি ভালো নয়? [৩৭]

উক্ত ঘটনা প্রমাণ করছে যে, চুল দাড়ি তেল, সাবান ও চিরুনি দ্বারা সুন্দর করতে হয়। ঠিক যেমনটি প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র ব্যক্তিগত আমল ছিল । যেমন, আনাস রা: বর্ণিত হাদিসে রয়েছে –

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ ، وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চুল মোবারকে বেশি বেশি তৈল দিতেন এবং দাড়ি ঠিকঠাক করতেন । [৩৮]

দাড়ি কর্তনকারীর ইমামতি:

যে দাড়ি কাটে সে ফাসেক। আর ফাসেকের পিছনে ইকতিদা করার হুকুম সম্পর্কে আল্লামা তাহতাবি হাশিয়ায়ে মারাকিল ফালাহ্ তে বলেন- أن إمامة الفاسق مكروهة تحريما ফাসেকের ইমামতি মাকরুহে তাহরিমা। [৩৯] তাছাড়া ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়াতে রয়েছে- দাড়ি কাটে এমন ইমামের পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরিমি। [৪০]

দাড়িকে অবহেলা, অবজ্ঞা করার হুকুম:

দাড়ি কিংবা দাড়িওয়ালাকে অবজ্ঞা করা গর্হিত অপরাধ। অথচ বর্তমান সময়ে দাড়ি কিংবা দাড়িওয়ালাদের অবজ্ঞার চোখেই শুধু দেখা হয়না বরং তাদেরকে মোলবাদী, জঙ্গী, ব্যাকডেটেড, আনকালচারড বলা হয়।অথচ এটি একটি মহা পাপ । এ প্রসঙ্গে সাওদি আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমরা ফতোয়া বোর্ডের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন -

إنكار السنة والقول بعدم الحاجة إليها كفر وردة عن الإسلام؛ لأن من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب ومن أنكرهما أو أحدهما فهو كافر بالإجماع

সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা এবং এর প্রয়োজনিয়তাকে খাটো করা কুফরি, এর দ্বারা মানুষ ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যায়। কেননা যে সুন্নাতকে অস্বীকার করলো, সে কুরআনকে অস্বীকার করলো, আর যে এ দুটিকে অথবা এর কোন একটিকে অস্বীকার করলো সে ইজমার ভিত্তিতে কাফির হয়ে গেল। [৪১]

দাড়ি শিআ'রে ইসলাম বা ইসলামের নিদর্শন। নবী-রাসুলগণের দায়েমি আমল। হক্কানী ওলামা, আওলিয়া, পীর মাশায়েখগণের আমল। মুসলমানদের ঐতিহ্য। কোন ওজরেই

[৩৭]. মিশকাত ৪৪৮৬, মুয়াত্তা - ১৭০২, জামেউল উসূল - ২৮৮৬

[৩৮]. শরগুস সুন্নাহ লিল বাগাভি , খণ্ড - ৬ , পৃ: - ৭০

[৩৯]. হাশিয়ায়ে মারাকিল ফালাহ, খণ্ড–০১, পৃষ্ঠা- ২০৩।

[৪০]. ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া- খণ্ড–০২, পৃষ্ঠা- ৮২,

[৪১]. বুগুসুল ইলমিয়্যা , هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية : المؤلف - খণ্ড – ৭, পৃ – ২৪৫

দাড়ি কর্তন করা কিংবা এক মুষ্টির কম রাখা যায়েজ নেই। আল্লাহ যেন আমাদেরকে দাড়ি রাখা, দাড়িওয়ালাদের ইজ্জত করার তাওফীক দান করেন। আমিন

শান্তির ধর্ম

মোমেনা আক্তার

আসছে ভেসে বায়ুর সাথে
ফজরের আজান,
গাছের ডালে মিষ্টি গান।
শনশনে দক্ষিণা বাতাস
বইছে অবিরাম,
কলকলে নদীর স্রোতে
জপে প্রভুর নাম।
মসজিদে ছুটছে এখন
বহু মুসলামন,
অনেকের ঘরে যাচ্ছে শোনা
পবিত্র কালাম।

তাফসীর : পরিচিতি ও প্রকার

মুহাম্মাদ মুয়াজ্জম হোসাইন

মহাজ্ঞানের মহাভাণ্ডার মহগ্রন্থ আল কুরআন। সেই ভাণ্ডার থেকে অনেকেই জ্ঞান আহোরণ করার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে। চিন্তা, চেতনা, গবেষণার সমন্বয়ে প্রয়াস চালিয়েছেন সঠিক জ্ঞানকে উৎঘাটন করার। পরিভাষায় একেই তাফসীর বলে। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা জানব এর পরিচিতি ও প্রকার সম্পর্কে।

তাফসীরের পরিচয় :

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাফসীর শব্দের অর্থ স্পষ্ট করা, প্রকাশ করা, প্রসারিত করা, ব্যাখ্যা করা। যেমন আল্লাহর বাণী, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّاجِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا "তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপন করলেই আমি তার সঠিক জওয়াব ও ব্যাখ্যা প্রদান করি।"[৪২]

تفسير শব্দটি فسر শব্দমূল থেকে গৃহীত। الفسر অর্থ বয়ান তথা স্পষ্ট ব্যাখ্যা। যেমন বলা হয় : فسره অর্থাৎ স্পষ্ট করেছেন। আবার الفسر অর্থ পর্দা উন্মোচন বা আবৃত্ত জিনিসকে প্রকাশ করা। আর তাফসীরের কাজ হলো অস্পষ্ট শব্দের মূল তত্ত্ব উদঘাটন করা।[৪৩]

অথবা تفسير শব্দটি سفر ক্রিয়ামূল থেকে مقلوب অর্থে এসেছে। যার অর্থ হল আলোকিত করা, উদ্ভাসিত করা। যেমন বলা হয়[৪৪]: أسفر الصبح إذا أضاءه অর্থাৎ সকাল উদ্ভাসিত হল যখন উহা আলোকিত হয়েছে। অনুরূপ তাফসীরের মাধ্যমে কুরআনের অর্থকে উদ্ভাসিত করে।

কউ কেউ বলেন, تفسير শব্দটি تفسرة শব্দ থেকে নির্গত। আর تفسرة বলা হয় এমন যন্ত্রকে যার দ্বারা চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করে থাকেন।[৪৫]

আরবি অভিধান এবং বিভিন্ন উলুমূল কুরআনের উপর লিখিত কিতাব ও আলেমগণের মতামতের সমন্বয়ে বলা যায় যে, তাফসীর শব্দের অর্থ হচ্ছে, প্রকাশ করা, প্রসারিত করা, ব্যাখ্যা করা, বর্ণনা করা, উন্মুক্ত করা, শব্দের মুল তত্ত্ব উৎঘাটন করা ইত্যাদি।

তাফসীর শব্দটি বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। তবে বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন শাখার ক্ষেত্রে তাফসীর শব্দটি ব্যবহৃত হলেও মূলত মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ভাষ্য ও পবিত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিজ্ঞানকেই নির্দেশ করে।[৪৬]

---

৪২. সুরা ফুরকান-৩৩

৪৩. ইবনে মানযুর আল ইফরিকী, লিসানুল আরব, কায়রো, ১০ম খণ্ড, পৃ.- ২৬১

৪৪. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল ইতকাল ফী উলুমীল কুরআন, কায়রো, দারুল হাদীস, ১৪২৭হি./২০০৬ সন, ৩য় খণ্ড, পৃ.-৪৪৯।

৪৫. প্রাগুক্ত

পারিভাষিক অর্থ :

تفسير (তাফসীর) এর পরিচয় প্রদানে অনেক উসূলে তাফসীরবিদ ও মুফাসসিরগণ বৈচিত্রময় অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আযযাহাবী র. বলেন,

بيان كلام الله أو أنه المبين لألفاظها القران ومفهوماتها

অর্থাৎ তাফসীর হচ্ছে, "আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা অথবা আল কুরআনের শব্দ ও ভাবসমূহের সুস্পষ্টকারী।"[৪৭]

আল্লামা যারকাশী র. (মৃ. ৭৯৪ হি.) তাফসীর শব্দকে একটি জ্ঞান বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন,

هو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه ، واستخراج أحكامه وحكمه.

"ইহা এমন এক বিজ্ঞান যা দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ সা. এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব অনুধাবন, তার অর্থের ব্যাখ্যা ও আয়াতের বিধিবিধান এবং রহস্য জানা যায়।"[৪৮]

আল্লামা জুরজানী র. (মৃ. ৮১৬ হি.) তার "আততারীফাত" (التعريفات) নামক গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন,

التفسير : توضيح معنى الأية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل دلالة ظاهرة.

"তাফসীর হলো, আয়াতের অর্থ, এর প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং আয়াত অবতীর্ণের কারণকে স্পষ্ট নির্দেশিত শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা।"[৪৯]

ইলমুত তাফসীরের পরিচয় :

তাফসীর শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের পাশাপাশি এর সাথে প্রয়োজনীয় শাস্ত্র সংমিশ্রণ হওয়ার কারণে অনেক মুফাসসির আলিম তাফসীরের সংজ্ঞা নির্ণয়ে সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং তাদের দেয়া তাফসীরের পরিচয়ে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। যেমন আল্লামা আবু হাইয়ান তার "বাহরুল মুহিত" (البحر المحيط) তাফসীর গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন,

إنه علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القران ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك.

---

[৪৬].ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, তাফসীরুল কুরআন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ইফাবা, ১৪২৭ হি/২০০৬ সন, পৃ.-১৮

[৪৭].ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আযযাহাবী, আততাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, ১ম খণ্ড, পৃ.-৫

[৪৮].আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী, আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন ১ম খণ্ড, পৃ.-১৩

[৪৯]. মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল জুরজানী, আততারীফাত, ১ম খণ্ড, পৃ.-৮৭

"নিশ্চয় এটা হলো এমন বিজ্ঞান, যা কুরআনের শব্দসমূহের উচ্চারণ পদ্ধতি, সেগুলোর অর্থ, শাব্দিক ও বাক্যগঠনগত নিয়মাবলি, এর ভাবার্থসমূহ এবং এসব কিছুর পরিপূরক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।"[৫০]

এ সংজ্ঞায় উচ্চারণ পদ্ধতি, অর্থাৎ ইলমুল কিরাআত, শাব্দিক ও বাক্যগত নিয়মাবলি বলতে নাহু, সরফ ও বালাগাত, ভাবার্থসমূহ বলতে ইলমুল লুগাহ, পরিপূরক বিষয় বলতে শানে নুযূল সম্পর্কিত ইত্যাদি জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে।[৫১]

মুফাসসির আলিমগণ তাফসীরের বৈচিত্রময় সংজ্ঞায় ইলমের সকল শাখাকেই অন্তর্ভূক্ত করেছেন। যেমন ড. মুহাম্মাদ ইবনে লুতফী আসসাবাগ র. বলেন,

هو علم عن معنى نظم القران بحسب الطاقة البشرية وبحسب ما اقتضيه القواعد العربية.

"মানুষের সামর্থের ভিত্তিতে এবং আরবি ব্যাকরণ ও মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানত্যাদির ভিত্তিতে কুরআনের অর্থ জানা যায়, এমন বিজ্ঞানের নাম হলো তাফসীর।[৫২]

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. (মৃ. ৯১১হি.) এর চেয়েও আরো ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেন,

التفسير في الاصطلاح علم نزول الآيات وشئونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها.

"পরিভাষায় তাফসীর হচ্ছে, আয়াতের অবতরণের অবস্থা সংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহ, অবতীর্ণের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা। অত:পর এর মাক্কী, মাদানী, মুহকাম, মুতাশাবিহ, নাসেখ-মানসুখ, খাস, আম, মুতলাক, মুকাইয়িদ, মুজমাল, মুফাসসির, হালাল, হারাম, ওয়াদা, ভীতি, আদেশ-নিষেধ, নিদর্শন এবং উপমাসমূহ যার মাধ্যমে জ্ঞাত হওয়া যায় সে বিজ্ঞানের নাম হলো তাফসীর।"[৫৩]

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ট আলিম, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের প্রথম খতীব আল্লামা মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বরাকাতী র.(মৃ. ১৯৭৪ খ্রী.) তার উসূলে তাফসীরের কিতাব তানভীর (التنوير) গ্রন্থে বলেন,

علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز القران المجيد من حيث نزوله وسنده وأدابه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بالنظم والأحكام وغير ذلك.

[৫০]. আল্লমা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ.-৪৬২

[৫১].ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ.-১৯

[৫২]. ড. মুহাম্মাদ ইবনে লুতফী আসসাবাগ র., লুমহাত ফী উলূমিল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ.-১

[৫৩].আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৫০

"ইলমুত তাফসীর হচ্ছে এমন এক ইলমের নাম যে ইলমের মধ্যে মহিমান্বিত কিতাব কুরআন মাজীদের অবতীর্ণ হওয়া, বর্ণনা ধারা, নিয়মাবলি, শব্দাবলি এবং আয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ ও বিধানাবলি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।"[৫৪]

তাবীলের (التأويل) এর পরিচয় :

التأويل (তাবীল) শব্দটি বাবে تفعيل এর মাসদার। মূলধাতু الأول থেকে নেয়া হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে, মূলের দিকে ফিরে যাওয়া।[৫৫]

কেউ কেউ বলেন, এটা الإيالة ক্রিয়ামূল থেকে নেয়া হয়েছে। যার অর্থ- السياسة বা মূল। তাবীল দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায় তাই أساس الكلام বাক্যের মূল অর্থ। এবং এর দ্বারা উক্ত আয়াত বা শব্দের যথোপযুক্ত অর্থ ব্যবহার করা হয়।[৫৬]

তাবীলের পরিচয়ে উসূলে তাফসীরবিদ ও মুফাসসিরগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। ড. হুসাইন আযযাহাবী র. বলেন,

التأويل تفسير الكلام وبيان معناه سواء أوافق ظاهره أو خالفه .

"তাবীল এর অর্থ হলো আল্লাহর কালামকে ব্যাখ্যা করা এবং এর অর্থ বর্ণনা করা, আর এ বর্ণনা এর প্রকাশ্য অবস্থার অনুকূলে হোক বা বিরোধী হোক।[৫৭]

আল্লাম মুফতী আমীমুল ইহসান র. বলেন,

وما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات بدون القطع.

"অকাট্যতা ব্যতীত সম্ভাব্য বিভিন্ন অর্থের একটিকে প্রাধান্য দেয়া।"[৫৮]

তাফসীর ও তাবীলে মধ্যে পার্থক্য :

উপরের আলোচনা থেকে আমরা তাফসীর ও তাবীলের পরিচয় পেলাম। এর থেকে বুঝা যায় তাফসীর ও তাবীল সমপর্যায়ের দুটি বিষয়। দুটি শব্দই পরস্পরের সমার্থক। যেমন রসুল সা. ইবনে আব্বাস রা. এর জন্য দু'আ করেছেন, التأويل اللهم فقه في الدين وعلمه। তবুও ওলামায়ে কিরামগণ তাফসীর ও তাবীলের সম্পর্ক নির্ণয়ে অর্থাৎ এদের মাঝে পার্থক্য নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। অনেকেই এ দুটিকে সমার্থবোধক হিসেবে দেখেছেন। যেমন আল্লামা ইবনে জারির তাবারী র. (মৃ.৩১০হি.) তার স্বীয় তাফসীরের নামকরণ করেছেন 'জামিউল বায়ান আন তাবীলে আ'ইল কুরআন (جامع البيان عن تأويل أي القران)।[৫৯]

ইমাম মাতুরিদী র. (মৃ.৩৩৩ হি.) বলেন,

---

৫৪. আল্লামা মুফতী আমীমুল ইহসান, আততানভীর ফি উসূলিত তাফসীর, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা চট্টগ্রমা, পৃ.-৫

৫৫. ড.মুহাম্মাদ হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত,পৃ.১৪, আল্লামা সূয়ূতী, প্রাগুক্ত,পৃ.-৪৪৯, ড. মান্না আল কাততান, মাবাহেস ফি উলূমিল কুরআন, পৃ.-৩৩৬

৫৬. আল্লামা সুয়ূতী, প্রাগুক্ত,পৃ.-৪৪৯

৫৭. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত,পৃ.-১৫

৫৮. আল্লামা মুফতী আমীমুল ইহসান, প্রাগুক্,পৃ.-৬

৫৯. শায়খ আব্দুল আযীয যারকানী, মানহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ.-৩

التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله عنى باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير الرأوي، وهو المنهى عنه، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله.

"তাফসীর হল নিশ্চিতভাবে বলা যে, এ শব্দ দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে এবং আল্লাহর উপর সাক্ষ্য দেয়া যে, এ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন। অতএব যদি অকাট্য দলীল পেশ করা হয় তবে তা হবে সঠিক তাফসীর, অন্যথায় হবে মনগড়া। আর তাবীল হলো, অনিশ্চয়তার সাথে এবং আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য না দিয়ে সম্ভাবনাময় একাধিক অর্থ থেকে একটি অর্থকে প্রাধান্য দেয়া।" [৬০]

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী র. বলেন,

التفسير اعم من التأويل وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ, والتأويل في المعانى كتأويل الرؤيا، والتأويل يستعمل اكثره فى الكتب الالهية والتفسير يستعمل فيها وفى غيرها.

"তাফসীর শব্দটি তাবীল থেকে অধিকতর আম বা ব্যাপক অর্থে বাক্যে ব্যবহার হয়। পক্ষান্তরে তাবীল অর্থের মধ্যে অধিক প্রযোজ্য। যেমন স্বপ্নের তাবীল। আর তাবীল সাধারণত আসমানী কিতাবের জন্য অধিক ব্যবহার হয়। আর তাফসীর আসমানী গ্রন্থ ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।[৬১]

কেউ কেউ বলেন, التفسير يتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالدراية "অর্থাৎ তাফসীর রেওয়ায়েতের সাথে সম্পৃক্ত আর তাবীল বিবেক বিবেচনার সাথে সম্পৃক্ত।[৬২]

আল্লামা যারকানী র. বলেন, "তাফসীর হচ্ছে স্পষ্ট বাক্য থেকে গৃহীত অর্থের বর্ণনা, আর তাবীল হচ্ছে ইশারা ইঙ্গিতের ভিত্তিতে গ্রহনীয় অর্থ।[৬৩]

আল্লামা জুরজানি র. বলেন, يخرج الحي من الميت আয়াতের তাফসীর হলো "ডিম থেকে পাখি বের করা।" পক্ষান্তরে তাবীল হলো, কাফির থেকে মুমিন অথবা মূর্খ থেকে জ্ঞানী বের করা।"[৬৪]

তাফসীরের আলোচ্য বিষয়:

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ট আলিম, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের প্রথম খতীব আল্লামা মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বরাকাতী র.(মৃ. ১৯৭৪ খ্রী.) তার উসূলে তাফসীরের কিতাব তানভীর (التنوير) গ্রন্থে বলেন, তাফসীরের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পবিত্র কুরআনুল কারীম।[৬৫]

তাফসীরের উদ্দেশ্য :

---

[৬০].ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ.-১৭

[৬১]. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৬

[৬২].আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৫০

[৬৩].যারকানী, প্রাগুক্ত,

[৬৪].ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ.-২২

[৬৫]. মুফতী আমীমুল ইহসান, প্রাগুক্ত,পৃ.-৫

এবং তিনি তাফসীরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, ইলমুত তাফসীরের উদ্দেশ্য হচ্ছে (سعادة الدارين) অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য অর্জন।

তাফসীরের প্রকারভেদ :

তাফসীর প্রধানত দুই প্রকার।

১। তাফসীর বিল মা'সুর (التفسير بالمأثور) বা বর্ণনামূলক তাফসীর।

২। তাফসীর বির রায় (التسير بالراي) বা বুদ্ধিভিত্তিক তাফসীর।

প্রথমে আমরা তাফসীর বিল মা'সূর বা বর্ণনামূলক তাফসীর সম্পর্কে জানব।

তাফসীর বিল মা'সূর (التفسير بالمأثور) :

মুফাসসির আলেমগণ তাফসীর বিল মা'সূর-এর বিভিন্নভাবে পরিচয় প্রদান করেছেন।

♦ আল্লামা যারকানী র. তাফসীর বিল মা'সূর এর সংজ্ঞায় বলেন, "তাফসীর বিল মা'সূর হলো, কুরআন সুন্নাহ বা সাহাবীদের কথামালার দ্বারা তাফসীর করা।"[৬৬]

কেউ কেউ কুরআন, হাদীস, সাহাবীদের কথার সাথে সাথে তাবেয়ীগণের বর্ণনাকেও মা'সূরের পর্যায়ভূক্ত করেছেন।[৬৭]

♦ ড. মান্নাউল কততান র. বলেন,

التفسير بالمأثور من تفسير القران بالقران أو بالسنة لأنها جاءت مبينة لكتاب الله، أو بما روي عن الصحابة أو بما قاله كبار التابعين.

"তাফসীর বিল মা'সূর বা বর্ণনামূলক তাফসীর বলা হয় ঐ তাফসীরকে, যা একজন মুফাসসিরের যে সকল শর্ত রয়েছে সে অনুযায়ী পরস্পর সহীহ রিওয়াতে বর্ণিত, আর সেটা কুরআন দ্বারা অথবা হাদীস দ্বারা, অথবা সাহাবীগণের কথা দ্বারা অথবা প্রখ্যাত তাবিঈগণের বাণী দ্বারা হতে পারে।"[৬৮]

মোট কথা, তাফসীর বিল মা'সূর হলো, কুরআনের এক আয়াতের তাফসীর অন্য আয়াতে বর্ণনাসহ যা নবী করিম সা. সাহাবা ও তাবিঈ থেকে বর্ণনা করা হয়।

অতএব অধিকাংশ উসূলে তাফসীরবিদগণের মতামতের ভিত্তিতে এ কথা স্পষ্ট যে, তাফসীর বিল মা'সূর ৪ টি বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে।

১। কুরআনের এক অংশের ব্যাখ্যায় অন্য অংশের উদ্ধৃতি।

২। কুরআনের ব্যাখ্যায় রসূল সা. এর কথা।

৩। সাহাবীগণের অভিমত।

৪। তাবিঈগণের বক্তব্য।[৬৯]

তাফসীর বিল মা'সূরের উৎস :

ইলমে তাফসীরের তথা তাফসীর বিজ্ঞানের উৎস ছয়টি।[৭০]

---

৬৬. যারকানি, প্রাগুক্ত,

৬৭. ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, প্রাগুক্ত,পৃ.-২৩

৬৮. ড. মান্নাউল কততান, প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৫৮

৬৯. ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, প্রাগুক্ত,পৃ.-২৪

১। কুরআন মাজীদ,২। রসূল সা. এর পবিত্র কথা,৩। সাহাবাগণের অভিমত
৪। তাবিঈগণের উক্তি, ৫। আরবি সাহিত্য,৬। চিন্তা গবেষণা ও উদ্ভাবন
উক্ত ছয়টি উৎস হতে তাফসীর বিল মা'সূর গ্রন্থসমূহে প্রথম ৫টি পাওয়া যায়। কেননা শেষোক্ত উৎসটি তাফসীর বির রায়ের জন্য খাস।[৭১]

তাফসীর বিল মা'সূরের প্রকারভেদ :

তাফসীর বিল মা'সূর বা বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীরকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।[৭২]

১। যার বর্ণনা সহীহ ও মাকবুল হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

২। বিভিন্ন কারণে যে বর্ণনা সহীহ হয় নি। এটা কবুল করা যাবে না।

তাফসীর বিল মা'সূরের উদাহরণ :

১। কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর। যেমন সূরা ফাতিহায় এসেছে يوم الدين (বিচারের দিন)। এর তাফসীরে মহান আল্লাহর বাণী,

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ، يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.[৭৩]

"আপনি জানেন বিচার দিবস কি? অতঃপর আপনি জানেন বিচার দিবস কি? যেদিন কেউ কোন উপকার করতে পারবে না এবং সে দিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।

২। হাদীস দ্বারা কুরআনের তাফসীর। যেমন, মহান আল্লাহর বাণী,

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُون.[৭৪]

"যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় ঈমানকে জুলুম দ্বারা মিশ্রিত করে না, তাদের জন্য নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথগামী।"

আয়াতে জুলুম (ظلم) শব্দটির অর্থ শিরক বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।[৭৫]

তাফসীর বিল মা'সূরের দুটি পর্যায়[৭৬] :

১। রিওয়ায়েত ভিত্তিক: সাহাবাগণ মহানবী সা. হতে এবং তাবেয়ীগণ সাহাবাগণ হতে বর্ণনা করেছেন।

২। দিরায়াত ভিত্তিক: সাহাবা ও তাবেঈগণ রিওয়ায়েতের পাশাপাশি ইজতিহাদ করে নিজস্ব মতামত দিতেন। যা পরবর্তী সময়ে মা'সূরের রূপ নেয়।

তাফসীর বিল মা'সূরের হুকুম:

---

[৭০]. প্রাগুক্ত
[৭১]. প্রাগুক্ত
[৭২]. প্রাগুক্ত
[৭৩]. সূরা ইনফিতার : ১৭-২০
[৭৪]. সূরা আনআম : ৮২
[৭৫]. ইমাম ইবনে কাসীর, তফসীরুল কুরআনুল আযীম, ৩য় খণ্ড, পৃ.২৯৬
[৭৬]. ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ.-২৬

১. তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস দ্বারা কুরআনের তাফসীর করা, এ দুটো গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। বিনা বাক্যে এর প্রতি শর্তহীন আনুগত্য করা জরুরী।

ড. মান্নাআল ক্বত্তান বলেন,

التفسير بالمأثور هو الذي يجب إتباعه والأخذ به لإنه طريق المعرفة الصحيحة.

অর্থাৎ তাফসীর বিল মা'সূর গ্রহণ করা এবং এর আনুগত্য করা ওয়াজিব। কেননা উহা সঠিক পদ্ধতিতে জানা যায়।[৭৭]

তবে সাহাবা ও তাবেঈগণের তাফসীর সম্পর্কে কিছু মতপার্থক্য থাকলেও তাদের বর্ণনা মারফুর সাথে সম্পর্কিত হলে গ্রহণ করা ওয়াজিব। আর যদি সেটা মাওকুফ তথা সাহাবীর নিজস্ব বক্তব্য হয় এবং কুরআন ও সুন্নাহর খেলাফ না হয় তবে তা আমাদের গ্রহণ করা ওয়াজিব।[৭৮]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা তাফসীর বিল মাসূরের পরিচয়, প্রকার, হুকুম সম্পর্কে জানলাম।

তাফসীর বির রায় :

আরবী رأي (রায়) শব্দটির বাংলা অর্থ হচ্ছে- অভিমত, মত, চিন্তা, ধারণা, বিবেচনা, সিদ্ধান্ত, প্রস্তাব, উপদেশ, পরামর্শ ইত্যাদি।[৭৯] সাধারণত রায় হলো, বিজ্ঞ ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রসূত গবেষণাধর্মী সম্ভাব্য সঠিক সিদ্ধান্ত বা অভিব্যক্তি।

"সূতরাং 'তাফসীর বির রায়' বলতে বিজ্ঞ ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত গবেষণাধর্মী সম্ভাব্য সঠিক মতামতের ভিত্তিতে কোন দুর্বোধ্য বিষয়ে সাধারণ্যে প্রকাশ করা বুঝায়। আর সেটা তাফসীরে কুরআন হলে সে ধরণের মতামতের ভিত্তিতে আয়াতে কুরআনের কোন দুর্বোধ্য বিষয়কে সাধারণ্যে স্পষ্ট করা বুঝায়। এটা মূলত ইজতেহাদ। অন্যভাবে বলা যায় যে, কুরআনের আয়াত সমূহের উদ্দিষ্ট মর্ম উপলদ্ধির ব্যাপারে বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করাই হলো তাফসীর বির রায়।"[৮০]

আল্লাম মাতুরিদী (মৃ. ৩৩৩হি.) র. বলেন,

التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله أنه عني باللفظ هذا ، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح وإلا فتفسير الرأي وهو المنهى عنه.

"বস্তুত তাফসীর হলো নিশ্চিতভাবে বলা যে, পবিত্র কুরআনের এই শব্দ বা অংশের উদ্দেশ্য এটাই এবং আল্লাহর উপর সাক্ষী করে বলা যে, আল্লাহ তায়ালা এ শব্দ বা আয়াত

---

৭৭. ড. মান্নাআল ক্বত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৬০

৭৮. ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, প্রাগুক্ত,পৃ.-২৭

৭৯. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আল মুজামুল ওয়াফী, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ.-৪১৩

৮০. ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ.-২৮

দ্বারা এটা বোঝাতে চেয়েছেন। যদি উক্ত বর্ণনার পক্ষে قطعى বা অকাট্য দলীল থাকে, তবে সেটাই সহীহ তাফসীর, অন্যথায় সেটা তাফসীর বির রায়, আর তা নিষিদ্ধ।"[৮১]

ড. মুহাম্মাদ হুসাইয় আযযাহাবী র. বলেন,

التفسير بالرأى، عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسِّر لكلام العرب ومناحيهم فى القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالاتها، واستعانته فى ذلك بالشعر الجاهلة ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفت بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التى يحتاج إليها المفسِّر.

"যখন কোন তাফসীরকারক আরবদের কথাবার্তা, বক্তব্যের ধরণ, আরবী শব্দগুলো সম্পর্কে জ্ঞান এবং এর বিভিন্ন ইঙ্গিতবহ অর্থসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান, যেগুলো সে জাহেলী যুগের কবিতার সাহায্যে জ্ঞাত হয় এবং কুরআনের আয়াত সমূহ অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট ও নাসিখ-মানসূখ সম্পর্কে জ্ঞান এবং মুফাসসিরদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি আয়ত্ত করে ইজতিহাদের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের যে তাফসীর করে তাকে তাফসীর বির রায় বলা হয়।"[৮২]

এ সম্পর্কে আল্লামা সাবুনী র. বলেন, "রায় বলতে এখানে সঠিক মূলনীতির ভিত্তিতে ও প্রচলিত বিধি-বিধান সম্মত পন্থায় ইজতিহাদ করা।

শুধু নিজস্ব মতামত ব্যক্তকরণ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ কিংবা মনে যা আসে বা যা চায় সে অনুসারে তাফসীর করা যাবে না। এরূপকারীর জন্য রসূল সা. বলেন,

ومن قال فى القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار.

"যে ব্যক্তি নিজস্ব মতামতের উপর ভিত্তি করে কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করে, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান করে নেয়।"[৮৩]

❒ তাফসীর বির রায়ের প্রকার :

উপরোক্ত হাদীস খানার প্রতি লক্ষ্য রেখে উলামায়ে কিরাম তাফসীর বির রায়কে দুইভাগে ভাগ করেছেন।

১. তাফসীর বির রায় আল মাহমুদ (প্রশংসিত অভিমত সর্বস্ব তাফসীর) :

শরীয়তের উদ্দেশের সাথে সংগতিপূর্ণ, ভ্রষ্টতা ও মূর্খতা মুক্ত, আরবী ভাষা ব্যাকরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এ ভাষায় রীতিনীতি অনুসারে পরিবেশিত, যা আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।

২. তাফসীর বির রায় আল মাযমুম (নিন্দিত অভিমত সর্বস্ব তাফসীর) :

তাফসীরে মাযমূম (নিন্দিত) তাফসীর বলা হয় এমন তাফসীরকে যা প্রকৃত জ্ঞান ব্যতীতই করা হয়। প্রবৃত্তির অনুসরণ করে শরিয়ত ও ভাষাগত বোধগম্য ছাড়া তাফসীর করা অথবা ভ্রান্ত বা বিদআতী কোন মাযহাবের ভিত্তিতে তাফসীর করা, অথবা যে সমস্ত ব্যাপারে

[৮১]. আল্লামা সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৪৯

[৮২]. ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.-১৮৩

[৮৩]. সুনান তিরমিযি, হা.নং- ২৯৫১

একমাত্র আল্লাহ জানেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সে সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যায় নিবিষ্ট হওয়া দৃঢ়তা প্রকাশ করে বলা যে এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য এমনই।

❒ তাফসীর বির রায়ের হুকুম :

তাফসীর বির রায় বা বুদ্ধিভিত্তিক তাফসীরের হুকুম হলো যতটুকু প্রশংসনীয় অর্থাৎ মামদূহ সেটা জায়েজ বা গ্রহণযোগ্য। আর যতটুকু নিন্দিত অর্থাৎ মাযমূম তথা বাতিল উদ্দেশ্যে সম্পাদিত তা পরিত্যাজ্য।[৮৪]

কেননা আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন,

ولا تقف ما ليس لك به علم [৮৫]

অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছনে পড় না।

এবং রসূল সা. এরশাদ করেন,

من قال في القرآن برأيه ، أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار.[৮৬]

'যে ব্যক্তি নিজস্ব মতামতের উপর ভিত্তি করে অথবা যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই সে বিষয়ের কুরআনের ব্যাখ্যা করে সে যেন জাহান্নামে তার স্থান করে নেয়।'

❒ তাফসীর বির রায় আল মাযমুম (নিন্দিত রায়মূলক তাফসীর):

শত শতাব্দীর পথ পরিক্রমায় মুসলিম জাতি বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। যুগে যুগে সত্যপন্থী ও বাতিল পন্থী দলের মধ্যে বিরোধের ধারাবাহিকতায় একে অন্যকে ঘায়েল করতে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে। সে ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত দলগুলো নিজেদের মনমত করে তাফসীর করতে শুরু করে। যে কারণে রচিত হয় এক ধরণের তাফসীর সাহিত্য। এ সাহিত্য নিন্দিত বটে তবুও যেহেতু এগুলোর অস্তিত্ব বিদ্যমান তাই এগুলো থেকে সত্যপন্থীদের সতর্ক থাকতে হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে-[৮৭]

- ⊙ মুতাযিলাদের তাফসীর (জারুল্লাহ যামাখশরীর 'আল কাশশাফ' উল্লেখযোগ্য)
- ⊙ শী'আদের তাফসীর, ⊙ খারিজীদের তাফসীর, ⊙ দার্শনিকদের তাফসীর

প্রশংসা ও নিন্দার মধ্যবর্তী পর্যায়ের কয়েক প্রকারের তাফসীর রয়েছে।[৮৮] সেগুলো হলো-

ক. সূফীগণের তফসীর, যেমন- তাফসীরে তাস্তরী, তাফসীরে নিশাপুরী, তাফসীরে আলূশী উল্লেখযোগ্য।

খ. ফকীহগণের তাফসীর, যেমন-আহকামুল কুরআন লিস জাসসাস। আর আহকামুল কুরআন নামে অনেকেই তাফসীর করেছেন। এ ধরণের প্রায় ৩৫টি তাফসীর পাওয়া যায়।

৮৪. ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, প্রাগুক, পৃ.-১৮

৮৫. সুরা ইসরা- ৩৬

৮৬. সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, হা.নং-৮০৩১

৮৭. প্রাগুক্ত

৮৮. প্রাগুক্ত

গ. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত তাফসীর, যেমন- হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী র. এর 'জাওহারুল কুরআন'।

❒ সনাতনী তাফসীর:

তাফসীর সংকলনের পর থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত কত তাফসীর লেখা হয়েছে তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। অনেক ত্যাগীর ত্যাগের ফলে অনেক তাফসীর আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। নাম জানা-অজানা অনেক তাফসীর গ্রন্থ ছিল, যা ধ্বংস লীলার শিকার হয়েছে। ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী তার গবেষণাধর্মী 'তাফসীরুল কুরআন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে প্রায় চারশ এর মত তাফসীর গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।

❒ আধুনিক তাফসীর:

আধুনিক যুগে তাফসীরুল কুরআনের নব জাগরণ ও বৈপ্লবিক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে ভাষাগত তাফসীর, আকীদাগত বা ফিকহ কেন্দ্রীক বিভিন্ন মাযহাব বা দলীয় তাফসীর, দার্শনিক তাফসীর ইত্যাদি। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মূলত তাফসীর শাস্ত্রের ধারা চলে আসছিল। এদের মধ্যেও রয়েছে-

ক. বৈজ্ঞানিক তাফসীর, খ. মাযহাবী তাফসীর,গ. ফিকহী তাফসীর
ঘ. তুলনামূলক ফিকহী তাফসীর, ঙ. বর্ণনা ও বৃদ্ধির মিশ্রনমূলক তাফসীর সাহিত্য, চ. নাস্তিক্যবাদী তাফসীর

❒ সংক্ষেপণমূলক তাফসীর :

সংক্ষিপ্ত আকারে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ ধরণের তাফসীর গ্রন্থ পূর্বেও ছিল। যেমন জালালাইন। তবে তা ছিল শব্দ বিশ্লেষণ নির্ভর। বর্তমানে বাক্যনির্ভর সংক্ষিপ্ত অনেক তাফসীর রচিত হয়েছে। যেমন-

১. তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান
২. ছফওয়াতুল বায়ান লি মায়ানিল কুরআন, ৩. ছফওয়াতুত তাফাসীর
৪. আইসারুত তাফাসীর লি কালামিল আলিয়্যিল কাবীর
৫. আত তাফসীরুল বাসীত লিল কুরআনুল কারীম

❒ সমাজ সাহিত্য কেন্দ্রীক আধুনিক তাফসীর:

মানব সমাজ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজন এমন বিভিন্ন তাফসীর উপমহাদেশসহ অনেক দেশের মুফাসসিরগণ তাফসীর করেছেন। এ ধরণের তাফসীর বর্তমান তাফসীরকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। মহাগ্রন্থ আল কুরআন মহান আল্লাহ তায়ালা এক মহা বিস্ময়কর বাণী। পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তথা তাফসীর-তাবীল, সকল ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য উদঘাটন তারই সৃষ্ট দুর্বল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও যুগে যুগে মনীষিগণ বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। কেউ হয়েছেন নন্দিত, আবার কেউ নিন্দিতও হয়েছেন। মহান আল্লাহ আমাদের তার মহানগ্রন্থ আল কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন।

সাহিত্যের শাখা প্রশাখা

নাজমা আক্তার (প্রভাষক বাংলা)

সাহিত্য হচ্ছে বটবৃক্ষের ন্যয় । বটবৃক্ষ যেমন তার বিশাল ডাল-পালা দিয়ে চারদিক ছেয়ে রাখে, ঠিক তেমনি সাহিত্যেরও রয়েছে নানা শাখা-প্রশাখা। সাহিত্য যেন দীর্ঘাকৃতির এক বটবৃক্ষ। আর এই বটবৃক্ষ রূপ সাহিত্যের ডাল-পালা হচ্ছে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, গীতিকাব্য, মহাকাব্য, ছোটগল্প ইত্যাদি। বটবৃক্ষের ছায়ায় যেমন ক্লান্ত পথিক খানিক বিশ্রামের মাধ্যমে তার অবসন্ন দেহে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে সম্মুখপানে এগিয়ে চলে, তদ্রূপ সাহিত্যের সুশীতল ছায়তলে এসে পাঠক তার আত্মার পরিশুদ্ধি, পরিবৃদ্ধি, উৎকর্ষতা, গতি ও প্রাণ ফিরে পায়। মানুষের পুরো মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কেবল সাহিত্যে, অন্য কোথাওয় তা সম্ভব নয়।

লেখকের মনের একান্ত ভাব-অনুভূতি পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করাই হচ্ছে সাহিত্য। সাহিত্যের চিরন্তন উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি ও আনন্দ দান। সাহিত্যের এই বিশাল শাখা প্রশাখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শাখাগুলি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হল।

নাটক: বিশ্বসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন শাখা হচ্ছে ‘নাটক’ । নাটকের লক্ষ্য পাঠক নয়, দর্শক। নাটকই একমাত্র ভীত যেখানে সরাসরি সমাজকে প্রভাবিত করে। নাটক প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে-ট্রাজেডি ও কমেডি। ট্রাজেডি হচ্ছে বিয়োগান্ত নাটক আর কমেডি হচ্ছে মিলনান্ত নাটক।

কবিতা : ছন্দোবদ্ধ ভাষায় যা লিখিত হয়। তাই কবিতা । কাব্য, মহাকাব্য, গীতিকাব্য, পদ্য সবই কবিতার অন্তর্ভুক্ত। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে কবিতা অন্যতম। কেননা বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন ‘চর্যাপদ’। চর্যাপদের পদগুলি কবিতাকারে লেখা। উদাহরণস্বরূপ চর্যাপদের পদ আমরা উল্লেখ করতে পারি।

টালত মোর ঘর নাই পরবেশী
হাড়িত ভাতনাই নীতি আবেশী

উপন্যাস: সাহিত্যের শাখা -প্রশার মধ্যে । উপন্যাস অন্যতম। শুধু তাই নয় । পাঠক সমাজে উপন্যাসই সর্বাধিক বহুল পরিচিত ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। উপন্যাস রচিত হয় গদ্যভাষায়। বাংলা সহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব হয় আধুনিক যুগে। তাই স্বভাবতই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের আধুনিক সংযোজন।

প্রবন্ধ: ‘প্রবন্ধ’ হচ্ছে গদ্যে লিখিত এমন রচনা যা পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করে। এর মধ্যে তথ্যের প্রাধান্য থাকে। যার ফলে অজ্ঞাত তথ্যাদি পাঠক জানতে পারে।

ছোটগল্প: সাহিত্যের যত শাখা আছে, সে সবের মধ্যে ছোট গল্পই হচ্ছে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ। ছোট গল্পে মূলত: জীবনের একটা বিশেষ দিক বা সময়ের বর্ণনা থাকে। যা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়- 'শেষ হয়েও হইল না শেষ।
মানুষের সুপ্ত মনকে জাগ্রত ও উন্নত করাই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য। কেননা জাতিকে উন্নত ও প্রথম সারিতে আনতে হলে; সাহিত্য চর্চার বিকল্প নেই। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় বিচরণ করেই আমরা জাতি হিসেবে সামনের সারিতে আসতে পারবো। সবশেষে বলতে পারি, যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়।

একটি হাদীস শিক্ষার জন্য

মো: জাহিদ উল্লাহ রাকিব, আলিম পরীক্ষার্থী

হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমি তখনই সফরে জন্য উট ক্রয় করলাম। সফরের প্রয়োজনীয় আসবাব নিলাম ও ঐ সাহাবীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম, দীর্ঘ এক মাসের দৌড় সফরের পর জানতে পারলাম ঐ সাহাবী সিরিয়াতে রয়েছেন তাই আমি সিরিয়া পৌছলাম এবং ঐ সাহাবীর বাড়ির দরজায় গিয়ে উট বসিয়ে দিলাম, অন্দরে সংবাদ পাঠালাম। জাবের আপনার দরজায় দাঁড়ানো রয়েছে। খাদেম ফিরে এসে বললো, আমার মালিক জানতে চেয়েছেন আপনি কোন জাবের, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ? আমি বললাম হ্যা, আমাকে জাবের ইবনে আব্দুল্লা বলা হয়, একথা শুনেই উনাইস (রা.) দ্রুত বাইরে এসে আমার সাথে সালাম করে মুআনাকা করলেন। সালাম ও কুশল জিজ্ঞাসার পর আমি বললাম, শুনেছি যুলম সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার নিকট এমন একটি হাদীস রয়েছে যা আমি নিজে রাসূল (সঃ) থেকে শুনতে পারিনি। উনাইস (রা.) বললেন হ্যা, তাই। তারপর তিনি হাদীসটি জাবের (রা.) কে শুনিয়ে দিলেন, একটি মাত্র হাদীস শিক্ষা করার জন্য জাবের (রা.) মদীনা থেকে সুদূর সিরিয়া পর্যন্ত গিয়েছেন। রাসূল (স.) এর হাদীস শিক্ষা করতে তাদের কত আগ্রহ ছিল এ ঘটনা দ্বারা তা আমরা অনুধাবন করতে পারি।

اساليب تعليم اللغة العربية

محمد : بورهان الدين

المقدمة: ان اللغة العربية هى لغة القران الكريم و الحديث النبوى الشريف ولغة ديننا الحنيف- ولذا فهى أهمي فى حياة المسلم- أضافة الى أنها لغة عالمية واسعة الاستخدام فى كافة المجالات الاتصالية والاقتصادية و السياسية والثقافية-

*اللغة العربية الحية مهصارات أربع مثد اللعة الاخرى وهى (١) مهارة الاستماع (٢) مهارة القراءة (٣) مهصارة الكلام (٤) مهصارة الكتابة – وتعليمحسا لايتم بين ليلة وصحاها وانما يكون بالتدريب و الممارسة والتواصل بين التلميذ والمعلم و ين التلميذ و زميلة وبالاهنمام با لمهارات اللعوية الرئيسية الاربع السابقة- وان المرء لايتعلم شيئا الابا لممارسة فالمرى يتعلم الاستماع بالا ستماع وهو يتعلم الكلام بالكلام والقراءة ويتعلم الكتابة بالكتابة- ولا يمكن لاى كتاب ان يقدم الادة التعلمية دفعة واحدة وانما لا بدمن تقديمهصا بتدريبح يتنا سب مع خصائص الدارس الذى ألف له الكتاب وكذلك مع طبيعة المادة اللعغوية المقدمة و حسب المهصارات اللغوية-

* الحاصد: فعلينا ان نتعلم اللغة العربية أسا ليب الاربع هى مهصارة الاستماع مهصارة الكلام مهارة القراءة مهارة الكتابة

بعثت معلما

Veil in Islam and Society

Jannatul Ferdous
Assistant teacher

In the religion Islam, Veil (Porda) is an obligation for all. At past women wear shawl on dupatta to cover their body. At present the muslim female wear borqa (a type of loose gown to cover female body) and hijab (a type of dupatta) for veiling purpose. The hijab does not cover up a girl's weakness. But in fact displays her strength, commitment and confidence, which is built out of her love for Allah, not for the love of this world. It is not a means to restrict a women's freedom to express her views and opinion or to have an education and a career. It is not a symbol of oppression or not a prison. If we analyze Al-Quran and some Hadith, we can see the importance of veil (porda).

According to the verses no: 31, in Suratul Ar-Nur, in the holy Quran, almighty Allah has said "And tell the believing woman………. Not to show off their adornment except only that which is apparent and to draw their veils all over Juyubihinna (i.e. their bodies, faces, necks and bosoms etc.)"

In Surah Al-Ahjab, Allah has said, "Prophet, say to your wives, daughters and all the pious ladies to cover themselves with the remnant of their shawl. Thus it will be easy to know them. So they won't be teased. Allah is merciful and kindest."

According to the hadith no: 3607, Ebne Majah and from the description of Ebne Omar (Rh), "Hazrat Muhammad(Sm) has said that the person, who wears dress for the fame of the

earth, in kiyamot he/she will be worn insulting dress and then will be thrown into the fire.”

From the description of Abu Huraira(Rh), in the Muslim, hadith no: 2124- Hazrat Muhammad (Sm) has said, “I have not seen two types of group in Jahannam (hell) yet now…………. The other group is that kind of women who are naked though wearing dress, who divert men to themselves and divert themselves to men. They will not enter into the Jannat (heaven), even they won’t get the smell of Jannat……… .”

So it is clear that women should maintain veil. In our society, some people think only Salat (namaj), Sowm (roja), Hajj and Zakat are enough. They do not think veil is necessary. Some people think veiling in mind is more necessary than covering body. They don’t want to understand that without covering body perfectly, pureness of mind is totally impossible. Even some so called educated person think, the basic right; right of movement means the right of freely movement without any veil or hijab. All these are quite wrong. Because of their thinking, some offences (i.e. eve-teasing, rape etc) are increasing in our society. Veil is an obligation. All female should maintain it. Ignoring veil is a major offence in Islam. I have seen many teenager and middle aged women wearing tighten borqa. I am surprised how this can be veil. I strongly oppose it. Though they want to present themselves as smart, they look like peculiar. Smartness is to behave in a mannered way, wearing elegance dress etc. And some give the excuse of gender equality to avoid veil. The feminists always say about “Gender Equality”. Some people misinterpret the buzzword and

want to make a clash between feminism and religion. Again some people think if they wear borqa, other may call them ‘terrorist’. They should bear in mind that, a musulli never goes to mosque to steal shoes. A thief goes to steal shoes in a disguise of a musulli. Like that some terrorists wear borqa to save them. This does not mean that wearing borqa is a symbol of terrorism. The women in appropriate veil always get respect even in public place.

In this situation, none but the alem, madrasahs, mosques and other Islamic organizations can play a vital role. Only their activities can make the general people conscious. According to psychologist, every person has a deep weakness about their religion by birth. They should preach the rules and regulation of Islam in a meaningful way. Thus a country can be changed. May almighty Allah gives the ability of maintaining proper veil to all the muslims. Ameen.

অপ্রিয় হলেও সত্য

মোহাম্মাদ জাহিদ, হিফজ ছাত্র

১. সকালে ১০-১৫ মিনিট কুরআন তিলাওয়াত করতে বিরক্ত লাগে কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্ট গল্প করতে তেমন কোন সমস্যা হয়না ।

২. আপনি যখন একজন ভিখারীকে ৫ টাকার একটা নোট দেন তখন মনে হয় অনেক বেশি দিয়ে লেলাম। কিন্তু যখন একটি বড় হোটেলে খেতে যান তখন ভুরি ভোজন হিসেবে ৫০-১০০ টাকা দেয়া কোন ব্যাপরই না।

৩. মাগরিবের পর ১০-১৫ মিনিটের জন্য আল্লাহকে স্মরণ করতে গেলেই দুয়িার যত অসহ্য আর তাড়াহুড়া শুরু হয়ে যায়। যেন সময়ই কাটতে চায়না । কিন্তু খেলা দেখতে যান দেখবেন আরামে ৩ ঘন্টা চলে গেছে টেরও পাননি।

৪. পুরোদিন খাটাখাটুনির পরও আমাদের মধ্যে জিলে যাবার মত শক্তি থাকে. কিন্তু মা ু বাবা, ওস্তাদদের ছোট খাটো কোন কাজের আদেশ দিলে, সেটা করতে গেলেই রাজ্যের বিরক্তি।

সপ্তাহের নামগুলো কেমন করে এল?

মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম

দিন পঞ্জিকা তৈরী হওয়ার আগে বছরকে দিন আর মাস হিসেবে গণনা করা হত। তখন সপ্তাহ বলতে কিছু ছিল না। সারা মাসে অনেকগুলো দিন। যদি দিনের হিসেব রাখা হয়, তাহলে সবগুলো দিনের জন্য অনেকগুলো নাম দিতে হয়, কিন্তু এত নাম মনে রাখা সমস্যা।

সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষ দিনে দিনে নানা রকম ব্যবসায় জড়িত হয়েছে এবং সারা পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যবসা ও বাণিজ্যের কাজে। এভাবে তারা বিভিন্ন স্থানে কয়েক দিন অন্তর ব্যবসা করত। অনেকদিন ধরে ব্যবসা করায় তারা ঠিক করলো একদিন সমস্ত কর্ম থেকে বিরতি পালন করবে। এই দিন ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসবে যোগ দিবে।

এরপর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীগণ ছয়দিন কাজ করার পর একদিন ধর্মীয় উৎসব পালন করবে বলে ঠিক করে। ছয়দিন ও একদিন ছুটিসহ মোট ৭ দিনে এক সপ্তাহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সমস্যা হল এই সাত দিনের নাম কি হবে?

প্রাচীন মিশরীয় পণ্ডিতরা তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে এই সাত দিনের নাম দেন। মিশরীয়দের কাছ থেকে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন রোমান পণ্ডিতরা। তাঁরা নাম দিলেন- সান (Sun-সূর্য), মুন (Moon- চন্দ্র), মার্‌স (Mars- মঙ্গল), মার্কারী (Marcury- বুধ), জুপিটার (Jupiter-বৃহস্পতি), ভেনাস (Venus-শুক্র), এবং সাটার্ণ (Saturn- শনি)।

কিন্তু ইংরেজরা সাত দিনের নামগুলো রোমানদের কাছ হতে ধার করেনি। ইংরেজরা এই সত দিনের নাম দেন তাদের দেবতার নাম অনুসারে। তাদের দেবতা ও রোমানদের দেবতা প্রায় একই ছিল। তাই নামগুলোর মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। ইংরেজরা সাত দিনের নাম দেন- Sunday এটি এসেছে সূর্যদেবতা Sun এর নাম অনুসারে। Monandeag থেকে হল Monday। রোমান ও ইংরেজ এ্যাংলো স্যাকসনদের যুদ্ধ দেবতা Tue এর নামে Tueasday টুয়েসডে নামটি এসেছে। মার্কারীর নামের পরিবর্তে তাদের নিজস্ব দেবতা Woden ওডেন এর নাম অনুসারে এসেছে Wednesday, রোমান দেবতা 'জুপিটার' হলেন এ্যাংলো স্যাকসনদের থানডারার Thunderer-বজ্র দেবতা) এই নাম থেকে এসেছে দেবতা "থর" এর নাম। যেখান থেকে দিনটির নাম করা হয় থার্সডে । ফ্রাইডে এসেছে দেবতা ওডেন এর স্ত্রী ফ্রিগ এর নাম থেকে। স্যাটারডে Saturday এসেছে রোমান শব্দ Satar থেকে। এভাবে রোমান ও ইংরেজদের দেবতার নাম অনুসারে সপ্তাহের সাত দিনের নাম এসেছে।

পূর্বে দিন শুরু হত সুর্যোদয় থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত, ইংরেজরা প্রথম দিন শুরু করে এক মধ্যরাত থেকে পরবর্তী মধ্যরাত পর্যন্ত। এই নিয়ম আজ পর্যন্ত চালু আছে।

কুরআন তেলাওয়াতের ফজিলত

মো: সাহাবুদ্দীন শিহাব, ফাযিল ১ম বর্ষ

মহাগ্রন্থ আলকুরআনে যা অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য সৎ আর সত্যের পথ দেখানো জন্য। অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি জাহেলি সমাজে কুরআন এনেছিল আলোকময় সোনালি সকাল। আলকুরআন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। সব ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার এই মহাগ্রন্থ। এটি মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর অধ্যয়ন অনুধাবন ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের কল্যাণ। আল কুরআনের বিধান মানব জাতির জন্য চিরন্তন, চির দিনের যা অপরির্বতনীয় । আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন।

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤)

আমি আপনার কাছে আল কুরআন এ জন্যই অবতীর্ণ করেছি যেন, আপনি মানুষের সামনে তাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ বাণী সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। নাহল-৪৪

পবিত্র কুরআনে আরো ঘোষিত হচ্ছে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ওপর অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দেন। ইমরান-১৬৪

কুরআন তেলাওয়াকারীর ফজিলত সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ যে আল কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায় (বুখারী)

আরবী ভাষায় তেলাওয়াতের সাথে সাথে কুরআন অর্থ তথা তার মাঝে বর্ণিত হুকুম আহকামকে জানা বোঝাও তার ওপর আমল করা অবশ্যই কর্তব্য। সাধারণ জিকির থেকে কুরআন তেলওয়াত অবশ্যই বেশি মর্যাদাশীল ও ফজিলতপূর্ণ। হাদিস শরীফে কুরআনের কোনো অংশ নেই যে হৃদয় একটি বিরান গৃহের মতো । তেলাওয়াতকারী সম্পর্কে আরো বলেন যে, ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পড়বে তাকে আল্লাহ দশটি নেকি দান করবেন। (বায়হাকি)

কুরআনের গুরুত্ব ও ফজিলত বুঝতে মহান আল্লাহ বলেন

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (٨٢)

আমি আল কুরআনের মধ্যে এমন সব নাজিল করেছি। যা বিশ্ববাসীর জন্য রোগমুক্তি ও রহমত স্বররূপ। বনি ইসরাইল-৮২

হাদীসে রাসূল (সঃ) বলেন কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কুরআন তেলাওয়াতকারীদের আহবান করবেন এবং বলবেন, তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করো এবং মর্যাদার আসনে

উন্নীত হতে থাকো। নিশ্চই তোমার মর্যাদার আসন হতে তোমার তেলাওয়াতকৃত আয়াতের শেষ প্রান্তে (মুসলিম ও তিরমিজি)
সর্বশেষ আমি বলবো কুরআন পঠন ও পাঠনে বিশেষ মনোযোগী হওয়া অবশ্যই কর্তব্য। কেননা কুরআন কারিমের মাধ্যমেই মানব জাতি মনজিলে মাকসুদে পৌছার পথ সুগম করতে পারে। এর মাধ্যমেই মুমিন পায় তার স্রষ্টার পরিচয়। জানতে পারে প্রিয় রাসূল (সঃ) এর আদর্শকে। বুঝে নিতে পারে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যকে। তাই আমাদের উচিত বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়অত ও এর ওপর আমল করা। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

আদর্শ ছাত্রের গুণাবলী

মোঃ জাহিদ উল্লাহ রাকিব, আলিম পরীক্ষার্থী

* দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন।
* বিশ্বস্ততা ও সততা।
* মিথ্যা কথা না বলা ।
* ধৈর্য্যশীলতা ।.
* সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।
* প্রতিজ্ঞা পালন করা ।
* শিক্ষকদের প্রতি সম্মান ও ভালবাসা থাকা।
* কর্জ ও প্রাপ্য টাকা ফেরতে বিলম্ব না করা ।
* সময়ানুবর্তিতা ।
* পরস্পর সম্মান বোধ থাকা
* উদারতা ও পরোপাকারী হওয়া।
* ক্ষমাশলীল হওয়া।
* অহংকারী না হওয়া।
* বিনয়ী ও ভদ্র হওয়া।
* পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া।
* আন্তরিকতার দ্বারা অসাধারন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া।
* উৎফুল্ল ও সদা সতর্কতা অবলম্বন করা ।
* আশাবাদী হওয়া ও সমস্যাকে সহজ করে দেখা
* অজুহাত অভিযোগ না করে বেশি বেশি কাজে আগ্রহী হওয়া।
* ব্যর্থতার জন্য অজুহাত না দেখানো।
* ধন্যবাদ ও দু:খিত বলার অভ্যাস করা
* কাজে ফাকি না দেওয়া ।

প্রবল পরাক্রমশালী থেকে নিঃস্ব

মোঃ হেলাল উদ্দীন, আলিম পরিক্ষার্থী-২০১৭

রিক্ত মৃত্যুশয্যায় মহাবীর আলেকজান্ডার তাঁর সেনাপতিকে ডেকে বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর আমার তিনটি অভিপ্রায় তোমরা পূরন করবে। আমার প্রথম ইচ্ছা হচ্ছে শুধু আমার চিকিৎসকরাই আমার কফিন বহন করবেন। আমার দ্বিতীয় অভিপ্রায় হচ্ছে আমার কফিন যে পথ দিয়ে গোরস্থানে যাবে সেই পথে আমার অর্জিত সোনা ও রূপা ছড়িয়ে দিবে। আর শেষ অভিপ্রায় হচ্ছে কফিন বহনের সময় আমার দুইহাত কফিনের বাইরে ঝুলে থাকবে। তার সেনাপতি তখন তাঁর এই বিচিত্র অভিপ্রায় কেন করেছেন প্রশ্ন করলেন। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে আলেকজান্ডার বললেন। আমি পৃথিবীর সামনে তিনটি শিক্ষা রেখে যেতে চাই। আমার চিকিৎসকদের কফিন বহন করতে এই কারণে বলছি যে, যাতে লোকে অনুধাবন করতে পারে যে, চিকিৎসকরা কোন মানুষকে সারিয়ে তুলতে পারে না । তারা ক্ষমতাহীন আর মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে অক্ষম, দ্বিতীয় শিক্ষা হচ্ছে গোরস্থানের পথে সোনা-দানা ছাড়িয়ে রাখতে বলেছি মানুষকে এটা বোঝানোর জন্য যে, মৃত্যুর পূর্বে আমরা যেন আমাদের সর্বস্ব অপরের জন্য বিলিয়ে দেই।

কফিনের বাইরে আমার হাত ছড়িয়ে রাখতে বলছি মানুষকে এটা জানাতে খালি হাতেই পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছি। রাজ্য সম্পদ, যশ, খ্যাতি এগুলো পাওয়ার জন্য সারাটা জীবন ব্যায় করেছি কিন্তু নিজের সঙ্গে কিছুই নিয়ে যেতে পারছিনা।

আমার হৃদয়ের কথা

রাবেয়া আক্তার, দাখিল পরিক্ষার্থী

আমি মাটির কাছে মমতা চেয়েছি,
পাখির কাছে গান
সূর্যের কাছে আলো চেয়েছি।
তাই কিগো অভিমান।
আমি গাছের কাছে ছায়া চেয়েছি।
আকাশের কাছে উদারতা।
মনের মাঝে রেখেছি লুকিয়ে
হৃদয়ের কত কথা।
আমি রংধনুর কাছে সাত রং চেয়েছি।
বৃষ্টির কাছে ক্রন্দন।
শিশিরের কাছে চেয়েছি আমি
হৃদয়ের কত স্পন্দন।

ভাল শিক্ষার্থী হওয়ার উপায়

আব্দুল্লাহ তামীম, আলিম পরীক্ষার্থী

পৃথিবীতে মানুষ যত যাই করে তার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি থাকে। ঐ সব নিয়ম পদ্ধতির পূর্নাঙ্গ অনুসরণেই কেবল সফলতা অর্জিত হয়। গাড়ি চালক নিয়মের বাইরে গাড়ী চালাতে পারে না। চালালে দুর্ঘটনা অবধারিত। নিয়ম, নীতির বাইরে ব্যবসা, বাণিজ্য করা যায় না। করলে ব্যর্থতা অনিবার্য। ফসল জমিনে যদি হাল চাষ না হয় এবং বীজ ছিটানোর পূর্বে জমিনকে যদি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা না হয় তাহলে সে জমিন থেকে ফসল আশা করা যায় না। রান্নাা বান্নার সময় লবণ ও মসলার যথার্থ মিশ্রন ছাড়া যদি কোন রান্না করা হয় তাহলে তা মুখে নেয়াই যায় না। তদ্রুপ একজন ছাত্র বা ছাত্রী যদি তার শিক্ষা জীবনের সুদীর্ঘ সময় ইলম হাসিলের যে আদব ও নিয়ম আছে তার অনুসরণ না করে, তাহলে সেও ইলমের কিনারা বিহীন সমুদ্র থেকে কিছুই অর্জন করতে পারবে না। পারলেও তা দ্বরা আল্লাহর মারেফাত হাসিল হবে না। সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে আদর্শ শিক্ষার্থীও বলা যাবে না। শিক্ষার্থীর অর্থ হচ্ছে ইলম পিপাসু। অথচ অধিক শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবনের এ সুদীর্ঘ জমানায় ইলমের পিপাসাই পায় না। অত;পর দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীর লাগাতার ১৫/১৬ তার চেয়েও বেশি সময় কাল ইলমে দ্বীনের ময়দানে অবস্থান করে অথচ ফলাফলের হিসাব যখন মিলাতে বসে তখন দেখে কিছুই অর্জিত হয়নি এই দীর্ঘকালে। এর কারণ কী? কারণ অনেক যেমন ইখলাছের খুব অভাব, সময় অপচয় খুব বেশি পরিমাণ, উস্তাদের কদর না করা, সুন্নতের পাবন্দি না হওয়া তাদের দৈনন্দিন জীবনে ইত্যাদি।

তাই ছাত্র-ছাত্রীকে প্রথমে কর্তব্য সচেতন হতে হবে এবং করনীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

প্রথম: প্রথমে অসৎকাজ ও মন্দ অভ্যাস পরিহার করা। কারণ পাপচারে নিমগ্ন থেকে ইলমের সুমহান দৌলত হাসিল করা সম্ভব নয়। ইমাম শাফেয়ী (রহ) একদা তার উস্তাদ ওয়াকী (রহ.) এর কাছে নিজের স্মরণ শক্তির দুর্বলতার কথা বললে ওয়াকী (রহ.) তাকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার পরামর্শ দেন। বিষয়টি হযরত শাফেয়ী (রহ.) এর নিজ ভাষায় এ রকম।

“আমি উস্তাদ হযরত ওয়াকীর নিকট আমার স্মরণশক্তির ব্যাপারে দুর্বলতার অভিযোগ করলে তিনি আমাকে যাবতীয় পাপকর্ম বর্জন করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, ইলম হলো আল্লাহর এক প্রকার বিশেষ নূর। যা কোন পাপী বা গুনাহগারকে দেওয়া হয়না” ।

দ্বিতীয়ত: ইলম দ্বারা আল্লাহর মারেফাত হাসিল করাই শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য হওয়া দরকার। দুনিয়াটা কোন উদ্দেশ্যে নয়। এছাড়া আরো কয়েকটি অতীব জরুরী করণীয়

বিষয় বর্ণনা করেছেন। উপমহাদেশের অন্যতম ইলমে দ্বীন শাইখুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া (রহ.) যা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

ক) ইসলামে নিয়ত তথা নিয়তের বিশুদ্ধতা খ) নিয়মিত ক্লাসে উপস্থি থাকার জন্য প্রাণান্তর চেষ্টা করা। গ) সারিবদ্ধভাবে বসা ঘ) ক্লাসে নিদ্রা ও তন্দ্রাচ্ছন্ন না হওয়া ঙ) প্রয়োজনীয় কোন ব্যাখ্যা বা মাসয়ালা শুনে না হাসা চ) কিতাবের উপর ভর না দেওয়া এবং কিতাবকে খুব তাযিম করা। ছ) উস্তাদদের কদর করা জ) চাল চলনকে শান্ত রাখা।।

তাছাড়া হাদীস জগতের উজ্জ্ল নক্ষত্র আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রা.) ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাঁচটি জরুরী কাজ করার জন্য উল্লেখ করছেন।

ক) খাটি নিয়ত অর্থাৎ দুনিয়াবী কোন লোভ লালসা ইলমে দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে না থাকা চাই। বরং শুধু রেজায়ে মাওলা হওয়া চাই। খ) উস্তাদের জবান নিঃসৃত প্রতিটি শব্দ মনযোগ সহকারে শ্রবন করা গ) উস্তাদের প্রতিটি কথা গভীর ভাবে চিন্তা করা। ঘ) উস্তাদরে প্রতিটি কথা মনে রাখা। ঙ) উস্তাদের কথাবার্তা ভাল পরিবেশে প্রচার ও প্রসার কর।

উপরোক্ত গুণাবলী কোন ছাত্র ছাত্রী অর্জন করতে পারে এবং তা দ্বারা তার শিক্ষা জীবনকে ঢেলে সাজাতে পারে। তাহলে সে হবে আদর্শ শিক্ষার্থী। আল্লাহ পাক সকল শিক্ষাথীকে মানার ও আমল কারার তাওফিক দান করুন।

বিদায় বেলা

বাবলী আক্তার, দাখিল পরীক্ষার্থী

এসেছিলাম বুন্ধ
সকাল বেলার ফুলের মত।
দেখতে দেখতে
চলেগেল দশটি বছর।
মাঝখানে রয়েছে
শুধু----স্মৃতি
দশটি বছর আর
ফিরে পাওয়া যাবে না।
কিন্তু শুধু থাকবে স্মৃতি গুলো
দশটি বছরে ফুলটি ছিল নবীন।
এখন ঝড়ে যাবার পালা
আর এই ঝড়ে পড়ার
মাধ্যমেই আমাদের সাড়া দেয়
বিদায় বন্ধু, বিদায়।

রোহিঙ্গা মুসলিম কিছু কথা

ইমরান হাসান, আলিম ১ম বর্ষ

রোহিঙ্গা আদিবাসী জনগোষ্ঠী পশ্চিম মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। রোহিঙ্গা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা ১৮ লাখ ২৪ হাজার। বর্তমানে ৮ লাখ রোহিঙ্গা মায়ানমারে, ৫ লাখ সৌদি আরবে এবং ৫ লাখ বাংলাদেশে বসবাস করে। এরা সবাই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত। জাতিসংঘের তথ্য মতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বর্তমানে বিশ্বের সবচাইতে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী। ইতিহাস এটা জানায় যে, ১৪৩০ সাল থেকে ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত ২২ হাজার বর্গমাইল আয়তনের রোহিঙ্গা স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৯৬২ সালে মায়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলে রোহিঙ্গাদের জীবনে শুরু হয় দুর্ভোগের নতুন অধ্যায়। সামরিক জান্তা সরকার তাদের বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করে। তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ধর্মীয়ভাবেও অত্যাচার করা হতে থাকে। নামাজ আদায়ে বাধা দেওয়া হয়। হত্যা-ধর্ষণ হয়ে পড়ে নিয়মিত ঘটনা। সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়। বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োজিত করা হতে থাকে । তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ নেই। জাতিগত পরিচয় প্রকাশিত করতে দেওয়া হয় না। সংখ্যা যাতে না বাড়ে সে জন্য আরোপিত হয় একরে পর এক বিধিনিষেধ। ১৯৬২ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত রোহিঙ্গারা মায়ানমারের সেনাবাহিনী এবং সংখ্যা লঘুদের হাতে কত জন নিহত ও আহত এবং গ্রেফতার হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান আদৌ পাওয়া সম্ভব না। তবে সহজে অনুমান করা যায় নিহত ও আহত এবং গ্রেফতারের সংখ্যা লক্ষাধিক ছাড়িয়েছে। সেই সাথে হাজার হাজার রোহিঙ্গা মা বোন ধর্ষিত হয়েছে এবং আগুন দেওয়া হয়েছে লক্ষাধিক বাড়ি ঘরে। নির্যাতন এবং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরে ভাসমান হাজার হাজার রোহিঙ্গার ভাসমান সলিল সমাধি হয়েছে। সেই সাথে অনাহারে মৃত্যু হয়েছে হাজার হাজার রোহিঙ্গার। রোহিঙ্গারা মানুষ নয় ওরা শুধুই মুসলিম। তাই বিশ্ব বিবেক বিশ্বের সব মিডিয়া এবং অন্যান্য সংগঠন নিরব। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ ওআইসি এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর ভূমিকা জোরালো নয়। কিন্তু আমরা চাই আর একটি রোহিঙ্গা যেন নিহত, আহত, গ্রেফতার না হয়, সেই সাথে কোন মা বোন যেন ধর্ষিত না হয়। কোন রোহিঙ্গার যেন সাগরে সলিল সমাধি না হয়।

খুঁজে পাবো কোন খানে

ফারজানা আক্তার মীম, দাখিল পরীক্ষার্থী

মন্দ নহে ছন্দ তোমার ।
খুঁজে তোমায় মসজিদে কেউ,
খুঁজে কা'বার ঘরে
কেউবা খুঁজে তরু লতায়।
কেউবা খুঁজে গাছ-পাথরে
কেউবা খুঁজে কবরেতে
কেউবা খুঁজে জিনের কাছে
কেউবা বলে খোঁজে সবে।
আমি তোমায় কুরআনে
নানাভাবে খুঁজে তোমায় খোঁজে প্রেমিক তোমাকে
আমি খুঁজি কুরআনেতে
দেখি তোমায় তোমার দয়ার মাঝারে
তোমার দয়া না থাকলে
বাঁচতোনা কেউ ভূবনে
তোমার দয়াই শেষ সম্বল
তোমার দয়া চাই যে, আমি সবখানে।

বন্ধু আমার

মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম

বন্ধু আমার দোস্ত আমার
আছো তুমি কোথায়?
একটি সেকেন্ড হচ্ছে না পার
তোমার বিরহ ব্যাথায়।
তোমায় নিয়ে কাটত কত
মধুর মধুর ক্ষন
তোমায় বিনে এখন আমার
ভেঙ্গে গেছে মন।
বন্ধু তুমি পাশে এলে
কন্ঠে আসে গান
বন্ধু তোমার পরশ পেলে
শান্ত হয় এ প্রাণ
দারুচ্ছুন্নাহ বন্ধু আমার
খোদার সেরা দান।

হাসি

মরিয়ম শরিফ

হাসি পেলে হাসতে পারি
খিল খিলিয়ে হাসি।
লক্ষ্য রাখবে মুখের ভেতর ঢুকতে পারে মাছি।
হাসি পেলে হাসতে পারো
হাসিতে নেই পাপ
লক্ষ্য রাখবে দাঁতগুলি
আছে কিনা ছাপ।
হাসি পেলে হাসতে পারো
পেলে কুতু কুতু
লক্ষ্য রাখবে কারো উপর
যেতে পারে থুথু।
হাসি পেলে হাসতে পারো হাসিতে নাই বাধা
কথায় কথায় হাসলে পড়ে লোকে বলে গাধা।

মর্ডান যুগ

রাকিবুল ইসলাম, দাখিল পরীক্ষার্থী

মর্ডান যুগটাতে
এই কেমন কর্ম
সব কিছু উল্টানো
মর্ডানের ধর্ম।
ইশারায় কথা বলে
বাদ দিয়ে মুখটা
পালটানো সব কিছু
মর্ডানের যুগটা।
"দুধ বেচে মদ পান"
রক্ত বেচে ধূমপান
লেখা পড়া ছেড়ে দিয়ে
রাস্তা ঘাটে মাস্তান।
লেবুর রস পায়না চান্স
ভালো লাগে পান্তা
সবচেয়ে ভালা লাগে
কোক আর ফান্টা।

কাটার ছড়া

ফারজানা আক্তার মিম, দাখিল পরীক্ষার্থী

রাস্তা কাটা, মাটি কাটা
উজান কাটা, ভাটি কাটা।
জমিদারের খাজনা কাটা,
অনেক রকম শর্ত কাটা।
মাথার চুলের সিথি কাটা
পূর্ণিমা কি তিথি কাটা
শীতের বুড়ির পিঠে কাটা
গানের তাল ও বাজনা কাটা
শাক কাটা, সবজি কাটা,
পাহাড় কাটা পাথর কাটা।
তারিখের এই দিনটা কাটা।

মাকে নিয়ে সেরা ১০টি উক্তি

১. হযরত মুহাম্মামদ (সঃ) বলেছেন, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত বা জান্নাত
২. আব্রহাম লিংকন, যার মা আছে সে কখনোই গরী নয়।
৩. জর্জ ওয়াশিংটন, আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা হলো আমার মা। মায়ের কাছে আমি চির ঋণি। আমার জীবনের সমস্ত অর্জন তার কাছ থেকে পাওয়া নৈতিকতা, বুদ্ধিমত্তা আর শারিরীক শিক্ষার ফল।
৪. জোয়ান হেরিস, সন্তানেরা ধারালো চাকুর মতো। মায়েরা তাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত সন্তানদের সাথে লেগে থাকে।
৫. এলে ডে জেনেরিস, আমার বাসার ঘরের দেওয়ালে মায়ের ছবি টাঙগানো আছে। কারণ তিনিই আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস।
৬. সোফিয়া লোরেন, কোনো একটা বিষয় নিয়ে মায়েদের দুইবার ভাবতে হয়। একবার তার নিজের জন্য একবার তার সন্তানের জন্য।
৭. মিশেল ওবামা, আমাদের পরিবারের মায়ের ভালোবাসা সব সময় টেকসই শক্তিশালী। আর তার একাগ্রতা মমতা আর বুদ্ধিমত্তা আমাদের মাঝে দেখে আনন্দিত হই।
৮. নোরা এফ্রন, আমাদের সব সময় এটা বুঝাতে চাইতেন যে, জীবনের চরম কষ্টের মুহুর্তগুলো এক সময় তোমাদের হাসির গল্পের অংশ হয়ে যাবে।

৯. শিয়া লাবেউফ, সম্ভবত আমার দেখা সবচাইতে আবেদন ময়ী আমার মা।
১০. দিয়াগো ম্যারাডোনা , আমার মা মনে করেন আমিই সেরা। আর মা মনে করেন বলেই আমি আজ গড়ে উঠেছি।
পৃথিবীতে মা ছাড়া আর কাউকে আপন মনে হয় না। মাকে ছাড়া আর কাউকে তেমন বিশ্বাস করতে পারি না। মা হলো একমাত্র আপনজন। যাকে ভালোবাসতে কোনো কারণ লাগে না।

##

হা স তে মা না

☺

ছুটতে ছুটতে পুলিশ স্টেশনে এসে ঢুকলেন মণ্ডল সাহেব।
মণ্ডল সাহেবঃ ইন্সপেক্টর সাহেব, ছিনতাইকারী আমার টাকাপয়সা, মানিব্যাগ, ঘড়ি সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমি টু শব্দটাও করিনি!
ইন্সপেক্টরঃ আরে, বলছেন কী মশাই, আপনার সব নিয়ে গেল, আর আপনি কিছুই কললেন না!
মণ্ডল সাহেবঃ বোকা নাকি? মুখ খুললেই তো ছিনতাইকারীরা আমার সোনার দাঁত দেখে ফেলত!

☺

এক কিপটে গেছে চিরুনি কিনতে।
কিপটেঃ ভাই সাহেব, আমার একটা নতুন চিরুনি দরকার। পুরোনোটার একটা কাঁটা ভেঙ্গে গেছে কিনা......।
দোকানদারঃ একটা কাঁটা ভেঙ্গে গেছে বলে আবার নতুন চিরুনি কিনবেন কেন? ওতেই তো চুল আঁচড়ে নেওয়া যায়।
কিপটেঃ না রে ভাই, ওটাই আমার চিরুনির শেষ কাঁটা ছিল যে!

☺

ছেলে : বাবা, আমি দূরের জিনিস ভালো দেখতে পাই না। ডাক্তার দেখিয়ে একটা চশমা নেওয়া দরকার।
বাবা : ওপরে তাকা। কী দেখা যায়, বল?
ছেলে : সূর্য।
বাবা : ব্যাটা, আর কত দূর দেখতে চাস?

☺

হাবলু বেচারার মাথা ফেটে গেছে। সে বসে বসে কাঁদছে।
হাবলুর এক বন্ধুঃ কিরে কাঁদছিস কেন? আর তোর মাথাই বা ফাটল কি করে?
হাবলুঃ আমি হাত দিয়ে আঘাত করে দেয়ালটা ভাঙতে চেষ্টা করেছিলাম। এমন সময় মা এসে বলল, 'গর্ধব! মাথাটাকে কাজে লাগা!'

সংগ্রহেঃ মো. সাইফুল্লাহ,ঢাকা

দাখিল পরীক্ষার্থীবৃন্দ-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

	মোঃ আবু তালহা পিতা: সিদ্দীকুর রহমান মাতা: বিলকিছ বেগম গাবতলী ,কলিবাজার. না.গঞ্জ মোবা:০১৬২৫২৫২৪৭০ রোল:১০৩২৪৭		আহমদ হাসান পিতা: মোহাম্মদ তাজুল ইস: মাতা: বিলকিছ ইসলাম ভুইঘর ,না.গঞ্জ সদর ,না.গঞ্জ মোবা:০১৭৯৫৫৬০১৪০ রোল: ৪০০৯৬১
	মেহেদী হাসান পিতা: সামছুল হক মাতা: মোকসেদা বেগম ভূইঘর, না.গঞ্জ সদর. না.গঞ্জ মোবা: ০১৮৪০৩১০৭৭২ রোল:১০৩২৪২		মো: ইলিয়াস পিতা: আব্দুল বাশার মাতা: রাজিয়া বেগম ভূইঘর, না.গঞ্জ সদর. না.গঞ্জ মোবা: ০১৮৪০৫৪০৭১৭ রোল:১০৩২৪৩
	মো: আরশাদ হোসানইন পিতা: মো: জহুরুল ইসলাম মাতা: রাশিদা বেগম ভূইঘর, না.গঞ্জ সদর. না.গঞ্জ মোবা: ০১৭৩২৮২৩৪৩১ রোল:১০৩২৪৪		মো: মাহমুদুল হাসান পিতা: মো: আ: রহমান আল কাফী মাতা: নাসিমা রহমান ভূইঘর, না.গঞ্জ সদর. না.গঞ্জ মোবা: ০১৭১১৯৩৭০৩১ রোল: ১০৩২৪৫
	মো: আবু বকর পিতা: শাহেদ মিয়া মাতা: শাহিদা বেগম ভূইঘর, না.গঞ্জ সদর. না.গঞ্জ মোবা: ০১৬৮৭৪১১৯১৮ রোল:১০৩২৪৬		শেখ সাদী পিতা: শহিদুল ইসলাম মাতা: মারুফা আক্তার ভূইঘর, না.গঞ্জ সদর. না.গঞ্জ মোবা: ০১৬৭১৭১৫১৫২ রোল: ১০৩২৪৮
	মো: জাহিদ মিয়া পিতা: মো: আহমদ আলী মাতা: ফুল বানু ভূইঘর, না.গঞ্জ সদর. না.গঞ্জ মোবা: ০১৭২৬৩৪৯১৮০ রোল: ১০৩২৪৯		রবিউল হাসান পিতা: দেলোয়ার হোসেন মাতা: আঙ্গুর বেগম ভূইঘর, না.গঞ্জ সদর. না.গঞ্জ মোবা: ০১৯১৯১৩৩৩৬৬ রোল: ১০৩২৫০

	কাজি সাজ্জিত পিতা: কাজী মোশারফ মাতা: কাজি রেহানা বেগম ভূইঘর, না.গঞ্জ সদর. না.গঞ্জ মোবা: ০১৬৮০৪৪১৬৩৮ রোল: ১০৩২৫১		মো: আরিফ সাউদ পিতা: মো: কামাল সাউদ মাতা: কুলসুম বেগম ভূইঘর, না.গঞ্জ সদর. না.গঞ্জ মোবা: ০১৭৯০৭০৮৬৫৬ রোল: ১০৩২৫২
	মো: নাহিদ পিতা: মো: মানিক মিয়া মাতা: নাসিমা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৭২৭৯৭৪৯১৫ রোল: ১০৩২৫৩		মো: আওলাদ হোসেন পিতা: মো: খলিল মাতা: মাজেদা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৯১৩৯৪৬৩৮৪ রোল: ১০৩২৫৪
	মো: মামুন হোসাইন পিতা: মো: আবুল বাশার মাতা: শাহারা খাতুন ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৯৩৩৩২৬২০৫ রোল: ১০৩২৫৬		মো: রহমতুল্লাহ পিতা: মো: আলাউদ্দীন মাতা: আসমা খাতুন ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৯৪৩০২৯১৮৬ রোল: ১০৩২৫৭
	মো: আব্দুল গফফার পিতা: মো: ইয়ার হোসাইন মাতা: সালেহা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৭১৭২১৮১৭৩ রোল: ১০৩২৫৮		মো: আব্দুল রহমান পিতা: মো: আব্দুল হোসাইন মাতা: রশিদা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৯৫৪৮৬০৬৬০ রোল: ১০৩২৫৯
	মো: দেলোয়ার হোসাইন পিতা: সামছুল হক মাতা: শাহনাজ বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৯৮৯৬৬৪২৮৬ রোল: ১০৩২৬০		আরিফুল ইসলাম পিতা: মো: সামছুল কহ মাতা: শাহনাজ বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৭৩৫০৬৭৮৬৭৯ রোল: ১০৩২৬১
	মো: আরিফ বিল্লাহ পিতা: আ: কাদের মাতা: হাজেরা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: রোল: ১০৩২৬২		মো: জাহিদুল ইসলাম পিতা: মো: আব্দুর রহিম মাতা: জোসনা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৭২৬৩৪৯১৮০ রোল:১০৩২৬৫

দাখিল স্মৃতিস্মারক ২০১৭

	আজিজুল ইসলাম পিতা: মো: সিদ্দিকুর রহমান মাতা: ফসিন খাতুন ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ১৯৮৬০৫৯৬৪৫ রোল: ১০৩২৬৬		মো: মাহফুজুর রহমান পিতা: মো: মকবুল হোসেন মাতা: মনোয়ারা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৮১৮৭৭৪৫২৩ রোল: ১০৩২৬৭
	মো: আব্দুল আজিজ পিতা: মো: ইসমাইল হোস: মাতা: রোকসানা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৬৭৩৪১৯৭১৮ রোল: ১০৩২৬৮		মো: শরিফুল ইসলাম পিতা: মো: কবির হোসাইন মাতা: কলপনা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৮৬২৭৩৮৫২৮ রোল: ১০৩২৬৯
	আহমদ উল্লাহ জাহিদ পিতা: মো: রহমতুল্লাহ মাতা: শাহিনুর বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৭৫৫৯৪৪৮৯৪ রোল: ১০৩২৭০		সাইফুল ইসলাম পিতা: মো: হানফি মাতা: শাহানারা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৮৩৬২৬৫৮৮৬ রোল: ১০৩২৭১
	মোহাম্মাদ বিন জহির পিতা: জহির উদ্দীন মাতা: উম্মে কুলসুম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৭২১৩০২০৯৪ রোল: ১০৩২৭২		আরিফুল ইসলাম পিতা: মো: রফিকুল ইসলাম মাতা: মাকসুদা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৭২৪৩০৪২০৯ রোল: ৪০০৯৫৬
	জোবায়ের হোসাইন পিতা: জহিরুল ইসলাম মাতা: ফিরোজা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৭৭৬৫১৯৬৩১ রোল: ৪০০৯৫৭		মো: আনোয়ার হোসাইন পিতা: ফজলুল হক মাতা: আমেনা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: রোল: ৪০০৯৫৮
	মো: ইসমাইল হোসাইন সি. পিতা: মো: শাহ আলম মাতা: শাহিদা আক্তার ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৯৩৫৮১২৯১৯ রোল: ৪০০৯৫৯		মো: রাশেদ পিতা: রতন মিয়া মাতা: আবিদা সুলতানা ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ১৯৩৭০৬৭৮১৫ রোল: ৪০০৯৬০

	মো: শামীম পিতা: মো: মজিবুর রহমান মাতা: রিনা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৯৬১৬৬৮৯৫৭ রোল: ৪০০৯৬২		মো: রাকিবুল ইসলাম পিতা: মো: আব্দুল হান্নান মাতা: কাজল বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৯৬৫৩৫২৬৮৪ রোল: ৪০০৯৬৩
	এনামুল হক সাকিব পিতা: মো: জাহাঙ্গির আলম মাতা: সানোয়ারা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৮১২১২০৫১১ রোল: ৪০০৯৬৪		আল আমিন পিতা: সামছুল করিম মাতা: ফাতেমা খাতুন ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ১৮৪৯৬৩০৫৪০ রোল: ৪০০৯৬৫
	মো: মাহফুজুর রহমান পিতা: আব্দুল কাইয়ুম মাতা: শখিনুর বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: রোল: ৪০০৯৬৬		ফরহাদ হোসাইন পিতা: মো: আবু সাইদ মাতা: রেদওয়ানা খাতুন ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: রোল: ৪০০৯৬৭
	ইকরামুল হাসান পিতা: সালেম উদ্দীন মাতা: নুরজাহান ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৯১৯১৩৩৩৬৬ রোল:		আমিনুল ইসলাম পিতানজরুল ইসলাম মাতা: আমেনা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৯১৯১৩৩৩৬৬ রোল:
	ইসলামই হোসেন পিতা: শাহ আলম মাতা: বুলু বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৯১৯১৩৩৩৬৬ রোল:		রবিউল ইসলাম পিতা: ইউনুস সাইফুল্লাহ মাতা: আমেনা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৯১৯১৩৩৩৬৬ রোল:
	ওসমান গনি পিতা: মো: আব্দুর রহমান মাতা: রাবেয়া বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৯১৯১৩৩৩৬৬ রোল:		মির্জা আক্তার মার্জানা পিতা: শাহজাহান সর্দার মাতা: শামিমা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: রোল:১০৩২৩৯

	আমেনা আক্তার পিতা: আনোয়ার হোসাইন মাতা: আলিনুর বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: রোল: ৪০০৯৫১		রাবেয়া আক্তার পিতা: নুর হোসাইন মাতা: ডলি বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৯১৮৪৫৯২১৫ রোল: ৪০০৯৫২
	বাবলি আক্তার পিতা: বাবুল প্রধান মাতা: মাহমুদা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা:০ ১৯১২৫৯০৮৯১ রোল: ৪০০৯৫৩		টুম্পা আক্তার পিতা: বাসেদ ওস্তাগার মাতা: শিউলি বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ১৬৮৮৪৯৪৩৯৬ রোল: ৪০০৯৫৪
	জয়নব আক্তার পিতা: নাসির উদ্দীন মাতা: নুরুন নাহার বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৮২৯০১৪৪৪৮ রোল: ৪০০৯৫৫		ফাতেমা কাজী পিতা: কামাল কাজী মাতা: হোসনে আরা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: 0১৯২৯৩৫৫২৮৮ রোল: ৪০০৯৫০
	রুমি আক্তার পিতা: কালাম খান মাতা: রাশিদা আক্তার ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: 0১৭৮৯২৫৭০৭৫ রোল: ১০৩২৩৪		এলিজা আক্তার পিতা: মো: আনোয়ার হোসাইন মাতা: আসমা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৬৮৫০৯৮৪০৩ রোল: ১০৩২৩৫
	ফারজানা আক্তার পিতা: মো: আব্দুল রহিম মাতা: মর্জিনা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ০১৮১৬৩৪৭১৬৭ রোল:১০৩২৩৬		ফাহমিদা আক্তার পিতা: শহিদুল্লাহ কাসেম মাতা: ফেরদৌসি বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ১৬৭৪৬২৮৯৩৯ রোল: ১০৩২৩৭
	রুকাইয়া বেগম পিতা: মোহাম্মদ আলী মাতা: রাসু বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: ১৭৪২৫৪৯৩৪৯ রোল: ১০৩২৩৮		মরিয়ম আক্তার পিতা: মজিবুর রহমান মাতা: মর্জিনা বেগম ভূইঘর,না.গঞ্জ সদর,না.গঞ্জ মোবা: রোল: ১০৩২৪০

২০১৭ সালের দাখিল পরীক্ষার সময়সূচি (সংশোধিত)

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে,বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ২০১৭ সালের দাখিল র্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবেন।

তারিখ	বার	বিষয় ও পরীক্ষা শুরুর সময় সকাল ১০টা	বিষয় কোড
০২/০২/২০১৭	বৃহস্পতিবার	কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ	১০১
০৫/০২/২০১৭	রবিবার	১. ইংরেজি	১০৭
		২. ইংরেজি প্রথম পত্র	১৩৬
০৭/০২/২০১৭	মঙ্গলবার	ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র	১৩৭
০৯/০২/২০১৭	বৃহস্পতিবার	১. সামাজিক বিজ্ঞান	১২৯
		২.শারীরিক শিক্ষা,স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা	১৪২
		৩. বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়	১৪৩
১২/০২/২০১৭	রবিবার	আরবি প্রথম পত্র	১০৩
১৩/০২/২০১৭	সোমবার	আরবি দ্বিতীয় পত্র	১০৪
১৪/০২/২০১৭	মঙ্গলবার	হাদিস শরীফ	১০২
১৬/০২/২০১৭	বৃহস্পতিবার	১.ফিকহ ও উসুলুল ফিকহ্	১০৫
		২.আকাইদ ও ফিকহ্	১৩৩
১৯/০২/২০১৭	রবিবার	গণিত	১০৮
২০/০২/২০১৭	সোমবার	১.বাংলা	১০৬
		২.বাংলা প্রথম পত্র	১৩৪
২২/০২/২০১৭	বুধবার	বাংলা দ্বিতীয় পত্র	১৩৫
২৩/০২/২০১৭	বৃহস্পতিবার	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৪০
২৬/০২/২০১৭	রবিবার	১. ইসলামের ইতিহাস	১০৯
		২. পদার্থ বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়)	১৩০
২৭/০২/২০১৭	সোমবার	ক্যারিয়ার শিক্ষা	১৪৫
২৮/০২/২০১৭	মঙ্গলবার	১.পৌরনীতি	১১১
		২. পৌরনীতি ও নাগরিকতা	
		৩. কৃষিশিক্ষা (তত্ত্বীয়)	১১৩
		৪. গার্হস্থ্য অর্থনীতি (তত্ত্বীয়)	১১৪
		৫. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়)	
		৬. মানতিক	১১২
		৭. উর্দু	১১৬
		৮.ফার্সি,	১২০
		৯.কম্পিউটার শিক্ষা(তত্ত্বীয়)	১২৫
০১/০৩/২০১৭	বুধবার	১.রসায়ন (তত্ত্বীয়)	১৩১
		২.তাজবীদ নসর ও নযম (মুজাব্বিদ গ্রুপ)	১১৯
		৩.তাজবীদ (হিফযুল কুরআন গ্রুপ)	১২১
০২/০৩/২০১৭	বৃহস্পতিবার	জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়)	১৩২
০৫/০৩/২০১৭	রবিবার	উচ্চতর গণিত (তত্ত্বীয়)	১১৫

ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি

বেসিক ট্রেডসহ সকল বিষয়ের ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা	১২/০৩/২০১৭ তারিখ এর মধ্যে অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। ১৬/০৩/২০১৭ তারিখ পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র বোর্ডে হাতে হাতে জমা দিতে হবে।	প্রতিদিন সকাল ১০ টা হতে পরীক্ষা শুরু করতে হবে।	নিজ নিজ কেন্দ্রে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।	ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত ব্যবহারিক উত্তরপত্র ব্যবহার করতে হবে। কোন ক্রমেই তত্ত্বীয় পরীক্ষার মূল উত্তরপত্র ব্যবহার করা যাবে না।